শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার
১ থেকে ১১ অক্টোবর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 September 2021 ■ আগরতলা ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ১৩ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টুয়েপ প্রকল্পে আরও প্রায় সাড়ে চার হাজার জবকার্ড দেয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। উৎসবের মরশুমে টুয়েপ প্রকল্পে ৫০ শ্রমদিবস কাজ দেবে নগরোন্নয়ন দফতর। আজ মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে ৬৯,৪৯৯ টুয়েপ কার্ডধারী উপকৃত হবেন।

এ-বিষয়ে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, শহরি এলাকায় গরিব অংশের মানুষের কাজের জন্য টুয়েপ প্রকল্প রয়েছে। ত্রিপুরায় আগরতলা পুর নিগম সহ ১০টি নগর সংস্থায় এলাকার বিন্যাস ঘটেছে। ফলে ওই সব এলাকার গরিব অংশের বাসিন্দারা গ্রামীণ থেকে শহরের বাসিন্দা হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা নিশ্চিত রোজগার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই এলাকা বিন্যাসে নতুন কার্ডধারীদের যুক্ত করে কাজ বণ্টনে নির্দেশ দেবে নগরোন্নয়ন দফতর।

মন্ত্রী বলেন, ইতিপূর্বে ত্রিপুরায় টুয়েপ প্রকল্পে ৬৫,০০৯টি জবকার্ড ছিল। এলাকা বিন্যাসে আরও ৪,৪৯০টি জবকার্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ২,৮৫৪টি, খোয়াই পুর পরিষদ এলাকায় ৮০০টি, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় ৩৭টি, রানিরবাজার পুর পরিষদ এলাকায় ১৪৭টি, মোহনপুর পুর পরিষদ এলাকায় ২৮১টি, বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকায় ১১০টি, মেলাঘর পুর পরিষদ এলাকায় ৪০টি, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় সাতটি, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার পূজায় কোভিড মোকাবিলায় কঠোর নীতি নির্দেশিকা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য জুড়ে দুর্গাপূজা উৎসব উদযাপনের সময় জনগণ যাতে করোনা সংক্রমিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার একটি বিধিনিষেধ সহ বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে। রাজস্ব বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ কে ভট্টাচার্য একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছেন। যাতে জানানো হয়েছে যে পূজা উদযাপনের আয়োজনের জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পূর্বানুমতি নেওয়া সমস্ত ক্লাব, পূজা কমিটি, পরিবার এবং পূজা আয়োজকদের জন্য বাধ্যতামূলক।

আদেশের অনুলিপিতে নির্দেশিকা জানায়, রাজ্য নির্বাহী কমিটি, ত্রিপুরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এর ধারা ২ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এইভাবে সমস্ত ক্লাব/পূজা কমিটি/গৃহস্থালির পূজা আয়োজক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নির্দেশ দেয় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ত্রিপুরায় দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য পূজা উদযাপনের সময় পরিশিষ্ট -১ এ প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

ক্লাবগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সংকীর্ণ প্রবেশ-প্রস্থান ব্যবস্থা এড়িয়ে চলুন এবং পূজা প্যান্ডেল চলাচলে বাধাগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা হোক যাতে দূর থেকে প্রতিমা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্যান্ডেলের সামনে একবারে মাত্র ৫ থেকে ১০ জন দর্শককে অনুমতি দেওয়া হবে।

আয়োজক কমিটিগুলিকে বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত মাস্কের ব্যবস্থা করা উচিত, হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা, প্রবেশের পয়েন্ট এবং সাধারণ এলাকায় সকল দর্শনার্থীদের জন্য হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। সমস্ত পূজা প্যান্ডেল প্রতিদিন অন্তত তিনবার স্যানিটাইজ করা উচিত। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি বিশেষভাবে নিয়মিত ব্যবধানে জীবাণুমুক্ত করা যেতে পারে। সমস্ত পূজা মন্ডপ / প্যান্ডেলে দর্শকদের তাপীয় স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্যান্ডেলের সামনে দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আয়োজকদের দ্বারা ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করে দর্শনার্থীদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের নিশ্চিত করা উচিত যে অন্যদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পুজোর সময় রাতে কারফিউ থাকবে। আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনার পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৪৪ ধারা জারি মানবাধিকার লঙ্ঘন হাইকোর্টের দ্বারস্থ, সরকারকে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারির বিরোধিতা করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন আইনজীবী তথা মানবাধিকার কর্মী সমরজিৎ ভট্টাচার্য। আদালত এই মামলার শুনানি শেষে ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ দিয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ৫ অক্টোবর ধার্য করেছে।

প্রসঙ্গত, দুর্গোৎসব এবং করোনার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জেরে গত ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ৬-টা থেকে ৪ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের এই সিদ্ধান্তকে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন

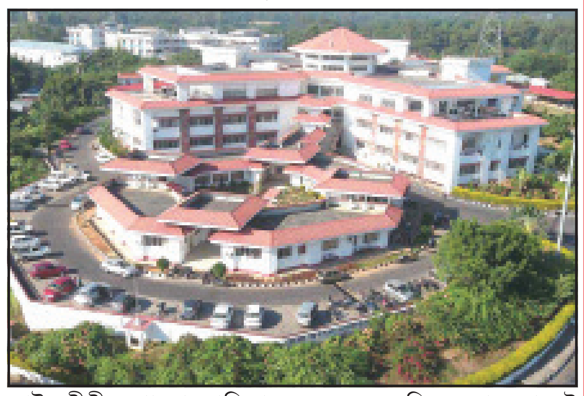

আইনজীবী তথা মানবাধিকার কর্মী সমরজিৎ ভট্টাচার্য।

আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এএ কুরেশি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়েছে।

এদিন মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ সওয়াল করে বলেন, ত্রিপুরা সরকার অযৌক্তিক ও বেআইনিভাবে নাগরিক অধিকারের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে। এদিকে, অ্যাডভোকেট জেনারেল মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রবল আপত্তি করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ জারি করেছে। আগামী ৫ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত।

কমলপুরে রাস্তা সংস্কারের দাবীতে অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করেছে এলাকার লোকজন।

স্ত্রীর ছুরিকাঘাতে আহত স্বামীর মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরে ডিম সাগর এলাকায় স্ত্রীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম স্বামী অরুণ দেববর্মার চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। অভিযুক্ত স্ত্রীর নাম সৌমিকা দেববর্মা। রাজধানী আগরতলা শহরের ডিম সাগর এলাকায় সৌমিকা দেববর্মা নামে এক মহিলা তার স্বামীকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর জখম করেছিল। আহত স্বামী অরুণ দেববর্মাকে জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় অরুণ দেববর্মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অরুণ দেববর্মার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তার ভাইসহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বছরে জিবি হাসপাতলের নিউরো বিভিাগে ৪৫৯টি জটিল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। অতীতে ত্রিপুরা থেকে বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার জন্য গিয়ে বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাঁদের জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক নিউরো সার্জন নিয়োগে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। বর্তমানে একজন নিউরো সার্জন রয়েছেন জিবি হাসপাতালে। আরও একজনের নিযুক্তিতে পরিষেবা আরও উন্নত হবে মনে করছে ত্রিপুরা সরকার। তাছাড়া, বহিঃরাজ্যে রোগী পাঠিয়ে বিপুল খরচের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবে রাজ্য সরকার।

মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আজ মন্ত্রিসভা একজন নিউরো সার্জন, দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যানাস্থেসিস্ট এবং চারজন মেডিক্যাল অফিসার চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগে সম্মতি দিয়েছে। এতে নিউরো সার্জন প্রতি মাসে পাবেন সাড়ে চার লক্ষ টাকা এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যানেস্থেসিস্টরা পাবেন দেড় লক্ষ টাকা করে এবং মেডিক্যাল অফিসারদের দেওয়া হবে ৬০ হাজার টাকা করে সাম্মানিক। তিনি বলেন, বর্তমানে একজন নিউরো সার্জন রয়েছেন। তিনি মাসে ৪ লক্ষ টাকা সাম্মানিক পাচ্ছেন।

তথ্য মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ২০১৯ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত জিবি হাসপাতালের নিউরো ওপিডি-তে ২,৫২৫ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৫৯টি জটিল অস্ত্রোপচার এবং দুটি অপেক্ষাকৃত কম জটিল অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে বিপিএলভুক্ত রোগীদের ১.২৫ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তবে একজন রোগী বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার জন্য গেলে অপারেশন খরচ ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে ন্যূনতম ৫ লক্ষ টাকা গচ্ছা যাচ্ছে। সেই হিসেবে ৪৫৯টি অস্ত্রোপচার ত্রিপুরায় সম্ভব হওয়ায় ২২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ত্রিপুরাবাসীর সাশ্রয় হয়েছে। এদিন তিনি দাবি করেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেহাহ অবস্থায় রাস্তা, সংস্কারের উদ্যোগ নেই প্রতিবাদে অবরোধ আন্দোলন কমলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাঙ্গিছড়া কমলপুর রাস্তা অবরোধ করলেন গ্রামবাসীরা।অবরোধের ফলে দুর্ভোগে পোহাতে হয় জনগণকে। বেশ কয়েক বছর ধরে কমলপুর বাস টার্মিনাল থেকে বালিগাঁও ভায়া রাঙিছড়া পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল দশায়।

মঙ্গলবার সকাল ১০ থেকে রাঙিছড়া--কমলপুর রাস্তা অবরোধ করেন বালিগাঁও, বিলাসছড়া ও গঙ্গানগর গ্রামবাসীরা। স্থানীয় পূর্ত দপ্তর থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহন করে নি। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বহুবার স্থানীয় পূর্ত দপ্তরে দাবী জানানো হয়েছে দীর্ঘ বেহাল রাস্তা মেরামতের জন্য। রাস্তার সিংহ ভাগ বড় বড় গর্তে পরিনত হয়েছে। ছোট বড় কোন যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। যদি চলাচল করে যাত্রীদের কাছ থেকে তিনগুণ পয়সা নিয়ে। কারন, রাস্তার ভগ্ন দশার দরুন যানবাহন গুলি বিকল হয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় গ্রামবাসীদের চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

বাধ্য হয়ে গ্রামের মহিলা পুরুষরা অবরোধে সামিল হন। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ খবর পেয়ে অবরোধ স্থানে ছুটে আসেন কমলপুর থানার পুলিশ ও স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রনব দেববর্মা ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কালী পদ ধর। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রণব দেববর্মা গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেন দূর্গা পূজার আগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেন্টার্স কলোনীতে ট্রাকের ভেতরে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা শহর সংলগ্ন বনকুমারী রেন্টার্স কলোনী এলাকায় একটি ট্রাকের কেবিনের ভেতরে সহচালকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে। ট্রাকের নম্বর এনএল-০১-এবি-৪২৯৫। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। কিভাবে ওই কিশোর সহচালকের মৃত্যু হল তা তদন্ত করছে পুলিশ। ট্রাকের ভেতর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

শিক্ষকের দাবিতে স্কুলে তালা দিয়ে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষকের দাবিতে স্কুলে তালা দিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের। খোয়াই মহকুমার পদ্মবিল ব্লকের অন্তর্গত রতনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। বিদ্যালয়ে অংক ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক এমনকি প্রধান শিক্ষকও নেই। বার বার এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার দুপুরে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে রতনপুরের প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বিদ্যালয় পরিদর্শকের আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত সড়ক অবরোধ মুক্ত ও তালামুক্ত করে। ২০১৮ সাল থেকে শিক্ষক স্বল্পতা সহ বিদ্যালয়ের নানান সমস্যা চলছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালেও কিন্তু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত দফা দাবীতে তুলাশিখড়ে বিডিওকে স্মারকলিপি তিপ্রা মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। পানীয় জল বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট সংস্কার সহ অন্যান্য দাবিতে মঙ্গলবার তিপ্রামথা দলের উদ্যোগে সাত দফা দাবির ভিত্তিতে তুলা শিখর ব্লকের ভিডিওর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

আশারামবাড়ি তিপ্রামথা ব্লক কমিটির উদ্যোগে রেলি করে তুলাশিখর ব্লকের বিডিওর নিকট সাত দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের আশারামবাড়ি হালাহালির ২৩টি ভিলেজ এলাকায় পানীয় জল প্রতিটি পরিবারে সরবরাহ করা, যেসকল পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান, রাস্তাঘাট মেরামত, নিয়মিত মনরেগা প্রদান, পি এম এ ওয়াই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে বাড়ছে চুরি ছিনতাই চোরের দল এবার হাত সাফাই করল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। পূর্ব খুপিলং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। অঙ্গনারী কেন্দ্র থেকে গ্যাস সিলিন্ডার সহ অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রাতের আধারে নিশিকুটুম্বদের হানা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

জানালা ভেঙ্গে চুরি করে নিয়ে যায় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের গ্যাসের সিলিন্ডার সহ রান্না করার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। ঘটনা সোমবার রাতে ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন কিল্লা থানার অন্তর্গত পূর্ব খুপিলং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার রাতে নির্জনতার সুযোগে পূর্ব খুপিলং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার, কড়াই সহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার সকাল ৭:৩০ মিনিট নাগাদ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দিপালী চক্রবর্তী এবং তার সহকর্মী সেন্টারের দরজা খুলতেই আচ করতে পারেন চুরির ঘটনাটি।

তারা ঘরে ঢুকতেই দেখেন জালনার গ্রিল ভাঙ্গা এবং সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড হয়ে আছে। এইদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী স্থানীয় লোকদের খবর দিলে স্থানীয়রা ছুটে এসে কিল্লা থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে একটি লিখিত অভিযোগ নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তবে চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মুহুরী নদীতে অজগর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর।। মুহুরী নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠলো সাপ। ঘটনা রামুর বালুরঘাট এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে বনদপ্তর এর কর্মীরা ছুটে এসে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মাছের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবাদপত্র অফিসে হামলা, মুখ্যসচিব ও ডিজিপিকে চিঠি দিল পিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আগরতলায় সংবাদপত্র অফিসে হামলার ঘটনায় প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এবং মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়ে ঘটনার সম্পর্কে তাদের মতামত বিস্তারিত জানতে চেয়েছে। প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান জাস্টিস চন্দ্রমৌলি কুমার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সংবাদপত্র অফিসে হামলার ঘটনায়।

করোনা তাড়া করলেও বিভিন্ন জায়গায় শারদোৎসবের মেজাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি/ বক্সনগর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। দরজায় কড়া নাড়ছে শারদীয় শারদোৎসব। কদিন পরেই দেবীপক্ষের সূচনা। হাতে গোনা আর কটা দিন তারপর বাঙ্গালীরা মেতে উঠবেন শারদীয় দুর্গোৎসবে। চতুর্দিকে পুজো পুজো গন্ধ। মৃৎশিল্পীরা দশভূজা দেবী দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে চরম ব্যস্ত। প্রতিটি কুমোরপাড়ায় মৃৎশিল্পীদের দশভূজা দেবী দুর্গা প্রতিমা তৈরির প্রতিযোগিতা। মৃৎশিল্পীরা দিনরাত একাকার করে অতি সযত্নে দেবী দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে চলছেন। তবে অন্য বছরের তুলনায় এ বছর দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে তেমন মুনাফা পাচ্ছেন না মৃৎশিল্পীরা। একদিকে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি অপরদিকে ক্লাব ও সার্বজনীন পূজা কমিটি মূর্তির মূল্য বৃদ্ধি করছেননা। তার উপর রয়েছে করোনা আবহের ফলে আর্থিক মান্দা।যদিও মৃৎশিল্পীরা উনাদের একমাত্র ভরসাই মূর্তি বানানো আর সেই মূর্তি বানিয়ে সংসার প্রতিপালন করেন।

তাই উনাদের মুনাফা কম হলেও অতি সযত্নে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করছেন।শহরের উঁচু উঁচু দুর্গা প্রতিমাকে টেক্কা দিয়ে গ্রামাঞ্চলেও মৃৎশিল্পীরা উঁচু উঁচু দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন। উত্তর জেলার কদমতলা চুড়াইবাড়ি শনিছড়া বাগবাসা লালছড়া নতুনবাজার প্রেমতলা রানীবাড়ী,পানিসাগর সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে প্রায় সত্তর জনের অধিক মৃৎশিল্পীরা দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন। সকলেরই একটি বক্তব্য, এবছর মাটি বাঁশ খের রং কাপড় সহ অন্যান্য সামগ্রীর অগ্নি মূল্য।কিন্তু মূর্তির দাম বৃদ্ধি হয়নি তাই মৃৎশিল্পীদের মুনাফা অনেকটাই কম।

বক্সনগরে মৃৎশিল্পী ব্যস্ত দুর্গা প্রতিমা তৈরীতে। ছবি নিজস্ব।

অপরদিকে রয়েছে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ। আর্থিক মান্দার বাজারে লাভের অংশটা অনেকটাই কম।মৃৎশিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া(বৃন্দাবন) ও অসম থেকে কারিগর এনে অতিযত্ন সহকারে মূর্তি তৈরি করছেন। মৃৎশিল্পীরা জানিয়েছেন উনাদের মূর্তি গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি ধর্মনগর শহর,পানিসাগর ও পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলায় বিক্রি হয়ে থাকে।কিছু কিছু মৃৎশিল্পীরা সরকারি এক হাজার টাকা ভাতা পেলেও অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা এই মৃৎ শিল্পীর ভাতা থেকে বঞ্চিত।তাছাড়া পাননি সরকারি অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা।বিশেষ করে দিনকে দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মূর্তির মূল্যবৃদ্ধি না হওয়াতে উনাদের পারিশ্রমিকটা অনেকটাই কমে গিয়েছে।তাই নব প্রজন্ম এই মৃৎশিল্পটাকে ভুলে যাচ্ছে।তবে কদমতলা এলাকার দিলু পাল নামে এক যুবক মৃৎশিল্পী জানান, মান্ধাতার আমল থেকে মৃৎশিল্পী পেশা বেছে নিয়েছিলেন এবং এই কাজের উপরই তাদের সংসার চলত।তাই সেও এই পেশাটাকে বেছে নিয়েছে।এই পেশার উপরে তাদের পরিবার প্রতিপালন হতো।তাই মৃত শিল্পী দিলু পাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বেপরোয়া বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই। ঘটনা ধর্মনগরের কামেশ্বর এলাকায়। পথ দুর্ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।প্রতিদিন উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমা ও পানিসাগর মহাকুমার বিভিন্ন প্রান্তে ছোটবড় পথ দূর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। অনেকে আবার পথ দূর্ঘটনায় প্রান হারাচ্ছেন। অনুরূপ ভাবে আজও এমন একটি পথ দূর্ঘটনা সংঘটিত হল ধর্মনগর মহকুমার কামেশ্বর পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায়।

বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ব্যাক্তি গুরুত্বর ভাবে আহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে ধর্মনগর দমকল অফিসের কর্মীরা আহতদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ধর্মনগর থানার পুলিশ। দূর্ঘটনা সল থেকে বাইক ও স্কুটিকে পুলিশ ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসে। এদিকে এক দমকল কর্মীর সাথে কথা বলে জানা যায় মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক বারোটা নাগাদ কমেশ্বর এলাকায় বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।ধর্মনগর থেকে জনৈক সুজিত দেব নিজেব টিআর০৫-ডি-৬৩৯৩নম্বরের বাইক ও অলক দাস নামে ব্যক্তি নিজের টিআর-০৫-সি-৬৫৩২ নম্বরের স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে।আর তাতে উভয়েই ধর্মনগর বাগবাসা সড়কের উপর ছিটকে পড়ে।বাইক এবং স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষের বিকট শব্দ পেয়ে আশপাশের লোকজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩৩৬ ▫ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১২ আশ্বিন ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দিশেহারা আদিবাসীরা

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার প্রকৃতির ওপর রীতিমতো মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে শুরু করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া একদিকে যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ যাহাতে সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নিজেদের চিন্তাধারাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বিবর্তনের যুগের অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বিবর্তনের এই অগ্রগমনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে মানুষের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে।ভারত এমন একটা দেশ যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাদ্য,জল ইত্যাদি কোনোকিছুর অভাব নাই। সচেতনতার অভাবে ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম সমস্যায় পড়িতে চলিতেছে। ভারতে যেভাবে অকারণে জলের অপচয় করা হয়, এভাবে চলিতে থাকিলে সেদিন আর দূরে নাই যখন জলের জন্য গৃহ যুদ্ধ শুরু হইবে।এমনিতেই বড় বড় শহরগুলির পরিস্থিতি এমন যে পানীয় জল না কিনিলে উপায় নাই। আর বিদেশি কোম্পানিগুলি সেই সুযোগ নিয়া ব্যাপকভাবে লুট চালাইতেছে।। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের যে নদী বহিয়া চলিতেছে সেগুলিও ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস দেখিলে বোঝা যায়, সচেতনতার অভাবে ইতিমধ্যে ভারতের অনেকে নদী আজ বিলুপ্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার নদীগুলিকে রক্ষার জন্য বেশকিছু প্রকল্প চালু করিয়াছে। একই সাথে সরকার দেশের বড় নদীগুলিকে জুড়িয়া দিয়া সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এর জন্য সরকার ৮৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সরকার আগের বছর থেকে এই পরিকল্পনার উপর হাত দিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকল্পকে মঞ্জুরি দিয়াছেন। সরকার বিজ্ঞানী ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করিয়া কৃত্রিম নদী নির্মানের উপর কাজে নামিয়াছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু করিয়াছে।এর জন্য ৩০০০ বড় বাঁধ এবং ৩৭ প্রাকৃতিক নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করা হইবে। রিভার লিঙ্কিংয়ের ফলে জলসঙ্কট মিটাইবার সাথে সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে লাভ পাওয়া যাইবে। রাজ্যগুলি এই প্রজেক্টের জন্য সহমত প্রকাশ করিয়াছে। টেকনিক্যাল কাজ শুরু হইয়াছে। দ্রুত কাজ শেষ হইয়ার কথা রহিয়াছে। যাহার পর ভারতে থাকিবে বিশ্বের সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী। উল্লেখ্য, ভারতের নদীগুলি মূলত পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে প্রবাহমান। এরফলে একদিকে পূর্বের বহু জায়গায় যেমন বন্যা দেখা যায়, তেমনি পশ্চিমের অনেক স্থানে জলসঙ্কটে খরা হয়। রিভারলিঙ্কিং এর মাধ্যমে বন্যার অতিরিক্ত জলকে খরাপ্রবন এলকায় রাখা সম্ভব হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে সমস্যা কিছুটা হইলেও সমাধান করা সম্ভব হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক ভাবে যে জলধারা আমাদেরকে জল উপহার দিতেছে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে। কেননা কৃত্তিম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা যতই রিভার লিংক তৈরী করিবার চেষ্টা করিনা কেন বাস্তবের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহা কতখানি সার্থক রূপ লাভ করিবে তানিয়া কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। এজন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতেই নদীগুলি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে না। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবার কারণে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতেছে না। বৃষ্টিপাত কম হইলে নদী-নালা ছড়া সহ সর্বত্রই জলের পরিমাণ কম থাকে। শুধু তাই নয়, জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া যায়। জলস্তর নিচে নামিয়ে গেলে পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি করা কষ্টকর হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই নির্ভর করিতেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার নির্যাতন কমাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা দিতে আমাদেরকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুকূলে ধাবিত হতে বাধ্য হইবে। ইহার দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বকে হুঁশিয়ারি রাজ্যসভার নবনির্বাচিত সদস্য তৃণমূলি সুস্মিতার, বরাক সহ উত্তরপূর্বে ফুটবে ঘাসফুল, দাবি

শিলচর (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সদস্যদের ভোটে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সদ্য-তৃণমূল কংগ্রেসি শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব। তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রথমবারের মতো আজ মঙ্গলবার শিলচর বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিজেপি তথা হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকারকে এক হাত নিলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব। তিনি অসমে বিজেপি সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে হুংকার ছুঁড়েছেন। বলেন, জমি জবরদখল-মুক্তের নামে গুলি করে নাগরিকদের হত্যা করার ঘটনা অসমের ইতিহাসে প্রথম সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাই এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে হিমন্তবিশ্ব শর্মার নাম অসমের ইতিহাসে কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। সুস্মিতা রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে অনেকটা আনন্দে উল্লসিত হয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। মমতার স্তুতি করতে গিয়ে সুস্মিতা বলেন, তৃণমূলের টিকিটে তাঁর রাজ্যসভার সদস্য পদে অধিষ্ঠিত হওয়াটা শুধু ব্যক্তিগত জয় নয়, বরঞ্চ বরাক উপত্যকার জনগণের সম্মান তথা সমগ্র অসমের জনগণ, এমন-কি উত্তরপূর্বের জনগণকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু বছর আগে কর্ণেন্দু ভট্টাচার্যকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল কংগ্রেস। কর্ণেন্দুবাবুর পর কংগ্রেস নতুবা বিজেপি কোনও দলই কোনও বাঙালিকে অসম থেকে রাজ্যসভায় পাঠায়নি। এই প্রথম তাঁকে (সুস্মিতা) রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সম্মানের প্রতিদান হিসেবে আগামীদিনে অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাসফুল প্রস্ফুটিত করার বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে সুস্মিতা দেবের। তাঁর সোজা কথা, তৃণমূল গরিব কৃষক, খেটেখাওয়া মানুষের অধিকার প্রদানে কাজ করছে। অন্যদিকে বিজেপি কৃষক বিরোধী নীতি অবলম্বন করে গরিবদের শোষণ করছে। তাই অসমে হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্বৈরাচারী শাসন থেকে জনগণকে উদ্ধার করতে তৃণমূল কাজ করবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, অসমে বিজেপির উত্থানের ক্ষেত্র ছিল বরাক উপত্যকা। আর একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেস বরাক উপত্যকা থেকেই যাত্রা শুরু করছে। তাই নিশ্চয়ই বরাক থেকে ধীরে ধীরে অসমের ক্ষমতায় বসবে তৃণমূল কংগ্রেস, এই দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সরাসরি হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সুস্মিতা। তিনি হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ‘ইউজলেস’ মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দিয়েছেন। এমন-কি বরাকের দুই সাংসদকে গুরুত্বহীন বলে মন্তব্য করে সুস্মিতা বলেন, বরাকের দুই সাংসদের মূল কাজ হচ্ছে শিলচর বিমানবন্দরে গিয়ে শুধুমাত্র হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে স্বাগত এবং বিদায় জানানো।

উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু ৯-১০ অক্টোবর অরুণাচলপ্রদেশ সফর করবেন

ইটানগর, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগামী ৯ অক্টোবর দুই দিনের সফরে অরুণাচলপ্রদেশে আসছেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। তিনি ৯ অক্টোবর (শনিবার) বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। গভর্নর ব্রিগেডিয়ার (অবসর প্রাপ্ত) ডাঃ বিডি মিশ্র বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে উপরাষ্ট্রপতি ৯ অক্টোবর সকাল ১১.১৫ টায় বিধানসভায় ভাষণ দেবেন। এর পরে, বিধানসভার গ্রন্থাগার, অডিটোরিয়াম এবং কাগজ পুনর্ব্যবহার ইউনিটের উদ্বোধন করবে। তিনি সন্ধ্যায় জেএন স্টেট মিউজিয়ামও পরিদর্শন করবেন। এরপর নাইডু রাজভবনে রাত কাটাবেন। পরদিন সকালে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

সুন্দর, হে সুন্দর

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

‘বিউটি ইজ ওনলি স্কিন ডিপ’ কথায় বলে, অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির চরিত্র, মেধা, পাণ্ডিত্য, ধীশক্তি এবং অন্তরের অন্যান্য সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তার শারীরিক সৌন্দর্যের চাইতে। কিন্তু কোনও ব্যক্তির শারীরিক সৌন্দর্য এবং তার আকর্ষণীয়তা একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয় কেননা অনেক কিছু গুণমান জড়িয়ে আছে এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র কথায় বলে। কিন্তু সুন্দর মুখের মূলে রহস্যটা কি একি কোন ঘটনা? নাকি এর মূলে রয়েছে কোন নিয়ম, গণিতের কোন সূত্র, গণিতের কোন বিশেষ মাপ? সুন্দর মুখের গড়নের মুলে কি? হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দরের মূলে রয়েছে বিশেষ একটি গণিতিক মাপ, যা সর্বজনীন। সুন্দরের মুলে একটি স্বর্ণালী অনুপাত (গোল্ডেন রেসিও), একটি অঙ্ক, ফাই অনেক সংখ্যা দিয়ে গঠিত এবং যার অন্ত নেই। সমধিক পরিচিত একটি অনুপাত হিসাবে এক গণিতের একটি ধারণা ম্যাথেমেটিক্যাল কনসেন্ট) যা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার আমল থেকে মানুষের কাছে পরিচিত। এটি একটি ইর‍্যাশন্যাল নাম্বার, পাই এবং এপ্সাইলনা এর মত যার কোন শেষ নেই এবং দশমিক বিন্দুর পর অগণিত সংখ্যার দ্বারা গঠিত এবং অসীমের মধ্যে গিয়েও শেষ হয় না (১, ৬১৮০৩৩৯৮৮৭...... বিন্দুগুলোর মানে সংখ্যাগুলো অনাদিকাল চলতে থাকবে)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফাই নিয়ে অনেক কাহিনী, অনেক কথা জমা হয়েছে, যেমন ফাই বলতে নিখুঁত সুন্দর বোঝায় এবং প্রকৃতিতে এর উদাহরণ রয়েছে অজস্র। ফাই এর সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যদি কোন কাঠিকে অসমান ভাবে দুটো টুকরো করা যায় (ক এবং খ) তাহলে এই দুটো অংশের অনুপাত কে/খ) যদি সমগ্র কাঠি (কৃখ) এবং বড় অংশ ক এর অনুপাতের সমান হয় তাহলে এই অনুপাতকে ফাইবলা হয় অর্থাৎ কৃখ)/ক - ক/খ -ফাই যেখানে ক ১খ ৯০। শ্রীক গণিতজ্ঞ ইউক্লিড সর্বপ্রথম এই অনুপাতটির বর্ণনা করেন। মানুষের সৃষ্ট অতীতের অনেক সৃষ্টর মধ্যে এই হিসাব এবং মাপ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকরা এথেন্সে পার্থেনন তৈরি কেরছিল যা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই মাপটির প্রয়োগ করেছিলেন তার সৃষ্টি নিখুঁত মানুষ, পারফেক্ট ম্যাস (ভিট্রুভিয়ান ম্যান) এর ছবিতে এবং মোনালিসার মুখের গড়নে। বলা হয় বিউটি ইজ ইন দ্য আই অব দ্য বিহোল্ডার” এবং আমাদের সুন্দর বোধ এবং সুন্দরের আকর্ষণ নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ, বোধ এবং ঝোঁকের উপর। তা সন ও কিছু মুখ আছে যা অনেকের কাছেই খুব সুন্দর এবং রূপবান বলে মনে হয়। এটা কি কোন মুখের সম্বন্ধে আমাদের ভাবনার প্রতিফলন নাকি এর মূলে রয়েছে কোন নিয়ম রুলস) যার ফলে তাঁদের মুখ সুন্দর বলে মনে হয়। আমাদের দীর্ঘদিনের যে সমানুপাত (সিনেটর হচ্ছে কোন মুখের সৌন্দর্যের মূল

গাবঠি। দি খের উই অধ সমানুপাতিক (সিমেটক্যাল) হয় তাহলে আমাদের কাছে সেই মুখ সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। অথবা যেসব মুখের দুই অর্ধ সমানুপাতিক সেই সব মুখ আমাদের কাছে সুন্দর বলে মনে হয়। তাছাড়াও পাত হওয়ার চাহিদার মূলে কারণ আরও গভীর বিশেষ করে কোন মেয়ে কোন পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। সমানুপাতিক মুখের এবং শরীরের তাৎপর্য অং হল সেই ব্যক্তির বংশানু খুবই সুগঠিত এবং

সুস্বাস্থ্য সমঘিত, ফলে সন্তান সনতি হবে তারাও খুবই বলিষ্ঠ এবং রূপবান এবং স্বাস্থ্যবান হবে। মানুষের মুখের সমানুপাত যত বৃদ্ধি পাবে মুখের বা শরীরের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয়তা তত বৃদ্ধি পাবে, তবে এরও একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। যদি কোনও মানুষের মুখের একপাশেণ প্রতিচ্ছবি (আয়নার) নিয়ে আমরা কোন ছবি তুলি সেই প্রতিচ্ছবিকে পাশে সাজিয়ে সমানুপাতিক মুখ গঠনের জন্য তাহলে আমরা হয়তো হতাশ হবো এবং সেই মুখ আমাদের মধ্যে বেশ একটু বিরূপতার সৃষ্টি করবে। এবং সেই মুখ আমাদের কাছে খুবই অবাস্তব মনে হবে এবং আমাদের কাছে মোটেই আকর্ষণীয় মনে হবে না। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর আঁকা নিখুঁত মানুষের ক্ষেত্রে এই স্বর্ণালী অনুপাত এর মাপ ব্যবহার করেছিল শরীরের প্রত্যেক অংশের ক্ষেত্রে এই অনুপাত রক্ষা করা হয়েছিল। মোনালিসার মুখ আঁকার সময়ও দ্য ভিঞ্চি এই স্বর্ণালী অনুপাত বা গোল্ডেন রেসিওর অনুপাত বজায় রেখেছিলেন।

ড. কেন্দ্রী স্মিড তাঁর এক পরীক্ষায় এই স্বর্ণালী অনুপাত এবং আরও ২৯টি মাপ ব্যবহার করেছিলেন কোন মুখের যৌন আকর্ষণ কত বেশি হবে সেটা নির্ণয় করার জন্য। এবং মানুষের সৌন্দর্যকে মান দেওয়া হয়েছিল ১ থেকে ১০ সংখ্যার একটি মাপকাঠিতে।

তারপর মুখের তিনটি অংশের মাপ নেওয়া হয় কপালে চুলির প্রান্তসীমা থেকে দুই চোখের মধ্যেকার কোন বিন্দু পর্যন্ত, দইি চোখের মধ্যবর্তী অংশ থেকে নাকের নীচ পর্যন্ত এবং নাকের চনীত থেকে চিবুকের নীচ পর্যন্ত। যদি মাপগুলে াসমান হয় তাহলে মুখটি সুন্দর হবে।

শেষে ড. স্মিডের মতে যদি কোনও ব্যক্তির মুখের কানের দৈর্ঘ্যে র সমান হয় এবং তার কোনও চোখের প্রস্থ যদি দুই চোখের মধ্যেকার দুরত্বের সমান হয় তাহলে সেই মুখই সন্দর হবে। এমনকি দাঁতের মাপের মধ্যেও এই ফাল এর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যদি মাঝের দাঁতের প্রস্থ তারপরের দাঁতের তুলনায় ১.৬২ হয় তাহলে সেই দাঁত খুব সুন্দর। মানুষের মুখে স্বর্ণলী অনুপাতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ড. স্টিফেন মারাকোয়ার্ডট একজন শল্য চিকিৎসক, সুন্দর মুখের একটি মুখোশ তৈরি করেন, মুখের বিভিন্ন অংশের মাপ এই পাইয়ের অনুপাত এবং এই মুখোশটিকে কোন মুখের ফটোর উপর প্রতিস্থাপিত করে বোঝা যায় যে ফটোর মুখটি একটি আদর্শ সুন্দর (পারফেক্ট বিউটি)-র মুখের কত কাছাকাছি।

শারীরিক সৌন্দর্য এবং বংশানুগত যোগাযোগ- আপনার নাকটি কি আপনার মায়ের নাকের মত টিকালে, কপালটা মায়ের নাকের মত চিকালো, কপালটা কি আপনার বাবার কপারের মত প্রশস্ত, চোখ দুটো কি আপনার পিসির মতো আয়তলোচন? পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে এই সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রেই চোখে পড়ার মতো কিন্তু সঠিক কারণ এখনও পরিষ্কার নয়। তবে বংশানুগত যোগাযোগ একটি সম্ভাব্য কারণ। যমজদের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে একই প্রকার বংশানুগত উপাদান তাদের মুকের সাদৃশ্যের মূলে।

মুখের আকৃতি এবং বংশানুগত যোগযোগ সংক্রান্ত এক পরীক্ষায় প্রায় ৩০০০ জন ব্যক্তির মুখের ত্রিমাত্রিক ছবি কে ডি ইমেজেস) নেওয়া হয় এবং মানুষের বংশানু সমগ্র (হিউম্যান জেনোম)-এর থেকে প্রায় ১০ লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন (জেনেটিক ভ্যারিয়েশন)-এর সাথে যোগাযোগ পরীক্ষা করা হয়। প্রায় ২০ রকমের বিভিন্ন মুখের মাপ পরীক্ষা করা হয়, যেমন মুখের প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য, নাকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, দুই চোখের মধ্যে দূরত্ব ইত্যাদি। পরীক্ষাধীন প্রত্যেক ব্যক্তির মুখের লালা নেওয়া হয় এবং ডিএনএ পরীক্ষার জন্য।

দেখা গিয়েছে মুখের পাঁচটি গড়নের সাথে জেনোমের সাতটি অংশের যোগাযোগ আছে। জেনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মুখের কোন একটি গড়নের সাথে জেনোমের একাধিক অংশের যোগ আছে) এবং জেনোমের প্রত্যেক অংশ একাধিক বংশানু অন্তর্ভুক্তি। সুতরাং এই পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি মুখের কোন গড়নের সাথে কোন বংশানুটি সংযুক্ত। যদিও এটা স্পষ্ট, বংশানুসমগ্রের কিছু অংশে আছে যার মুখমণ্ডলের বেশ কিছু অংশের গড়নের সাতে সংযুক্ত। মনে করা হয় এই বংশানুগুলির কোনটার স্বপ্পমাত্রায় পরিবর্তনের ফলে মুখের গড়নের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে বিজ্ঞানী সেই ইউনবার্গের মতে। বিজ্ঞানীদের মতে মুখে চিড়যুক্ত ঠোঁট (ক্লেফট লিপ) বা তালু বা টাকরায় চিড় বা ফাটল (ক্লেফট পেলেট) হওয়ার কারণ বোঝা সম্ভব।

সাম্প্রতিক এক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে মানুষের বংশানুসমগ্রের (জেনোম প্রায় ১৩০টিরও বেশি অংশ মানুষের মুখের গড়নের সাথে যুক্ত। তার মধ্যে আমাদের নাকের গড়ন সবচেয়ে বেশি মাত্রাশ বংশানুদের দ্বারা প্রভাবিত। অপরদিকে আমাদের গালের গড়ন বা নাকি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয় আমাদের জীবনযাত্রার মান, খাদ্যভ্যাস প্রভৃতির উপর খুব অল্পই প্রভাবিত হয় বংশানুদের দ্বারা। এই বংশানুগুলোর প্রভাব মুখের গড়নের উপর সর্বাংশে সমান হয়। কোন বংশানুর প্রভাব মুখের কোন অংশ সীমিত অথচ অন্য বংশানুর প্রভাব মুখের কোন অংশ সীমিত অথচ অন্য বংশানুর প্রভাব মুখমণ্ডলের বিস্তৃত অংশ। তাছাড়া এই বংশানুগুলো আমাদের শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, যেমন, আমাদের অস্থির গঠনে এবং অনেক ক্ষেত্রে একরই বংশানু মুখমণ্ডলের ত্রুটিপূর্ণ গঠনের জন্যও দায়ী যেমন, ক্লেফট পেলেট। দেখা গিয়েছে কিন্তু বংশানু যারা মুখের গঠনের জন্য দায়ী তারা হাতের গঠনের জন্যও দায়ী এবং এই কারণেই দেখা যায় মুখের গঠনে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি আছে তাদের হাতের গঠনেও উল্লেখযোগ্য খুঁত রয়েছে।

কারও মুখের আদল গড়া কি সম্ভব? আপনার মুখের গড়নের জন্য দায়ী বংশানুগুলো নিয়ে কেউ কি আপনার মুখের আদল গড়তে পারে? এখন কেন অদূর ভবিষ্যতেও তা সম্ভব নয়। কেননা মুখের গড়ন শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বংশানুদের প্রভাবের মিলিত যোগফল নয়। তাছাড়াও অনেক বিষয়, যেমন বয়স, খাদ্যাভ্যাস, জলবায়ু, পরিবেশ, হরমোন, রোগব্যাধি, সূর্যের আলোর প্রকোপ প্রভৃতি দায়ী। তার উপর বংশানুরা নিজেদের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া করে এপিস্ট্যাসিসয়ার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই খুবই জটিল। এই বংশানুগুলো একটি অন্যটির আলীল নয় অর্থাৎ একই কাজের জন্য দায়ী অথচ একটি অন্যটির পরিবর্তিত রূপ নয়। এই বংশানুগুলো একটি অন্যটির প্রভাবকে অবদমিত করে (এপিস্ট্যাসিস) এবং মিশ্র প্রভাবের ফল একক বংশানুদের মিলিত প্রভাবের চাইতে ভিন্ন।

সুন্দর মুখের মূলে বংশানু-গবেষকরা এখন পর্যন্ত মোট পাঁচটি বংশানু শনাক্ত করেছেন যার মুখের গড়নের জন্য দায়ী। এই গবেষণার ফলে আগামী দিনে হয়তো মুখের গড়নের ত্রুটি, যেমন বিভক্ত ঠোঁট (ক্লেফট লিপ) ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হবে। অথবা দুষ্কৃতীমূলক কাজে এক ফোঁটা রক্ত থেকে ডিএনএ নিষ্কাশিত করে তাঁর থেকে তথ্য নিয়ে দুষ্কৃতীর মুখের গড়ন নির্ণয় করা সম্ভব হবে এবং ফরেন্সিক পরীক্ষার ব্যাপক উন্নিত হবে। তবে অন্যান্য মানব বৈশিষ্ট্যের মতই কোনও ব্যক্তির সৌন্দর্য, মুখের সৌন্দর্য বা আকর্ষণীয়তার জন্য কোনও মুখ্য বংশানু (মাস্টার জিন) নেই। সংশ্লিষ্ট বংশানুদের মিলিত প্রভাবের ভল ব্যক্তিবিশেষের সৌন্দর্য এবং আকর্ষণীয়তা। দেখা গিয়েছে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বংশানুরা শারীরিক ভয় (বডি মাস- শারীরিক উচ্চতা এবং ভরের অনুপাত) এবং শরীরে স্নেহজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

গবেষকদের মতে একটি সুন্দর মুখের অধিকারী হওয়া মানে জীবনে অনেক সুবিধা, একটি দামী লটারির টিকিটের অধিকারী হওয়ার সামিল যে লটারি ভাঙ্গিয়ে অনেকবার পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে। তারা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, ভালো চাকরি এবং অর্থের অধিকারিনী হন। শুধু তাই নয়, তাদের অপরাধের ক্ষেত্রে কম শাস্তি দেওয়া হয়। তাছাড়া মাতৃস্নেহের ক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। সুন্দর শিশু মা’র কাছ থেকে বেশি আদর যত পায়। মানুষের মুখের আকার ও গড়নের মূলে তিনটি বংশানুর সন্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে এবং মনে করা হয় আরও দুটো বংশানু এই ব্যাপারে জড়িত। বংশানু তিনটি হল- ডিআরডিএম ১৬,পিএএক্স ৩ এবং টিপি ৬৩ আর অন্য দুটি বংশানু হল সি৫ও আর এফ৫০ এবং সিওএল ১৭ ও ১। কাটা ঠোটের মূলে পিআরডিএম ১৬ বংশানুতে পরিব্যাপ্তি (মিউটেশন)। পিএএক্স ৩ বংশানুটি নাজান নাকের সবচেয়ে উপরিভাগের অংশ) গঠনে ভূমিকা নেয়। তাছাড়া পেশীর কোষের গঠনে সহায়তা করে এবং নাকের সবচেয়ে উপরিভাগ এবং ভান বাম চোখের মধ্যবর্তি দুরত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বংশানুতে পরিব্যাপ্তির ফলে চোখের। আকৃতি ভীষণ চওড়া হয় এবং দুই চোখের মধ্যেকার দূরত্ব বেশি হয়। টিপি ৬৩ বংশানুতে পরিব্যপ্তির ফলে দাঁতহীন, পাতলা চামড়া এবং গায়ের চামড়ায় ফুট ফুট দাগের মত হয়। সিওএল ১৭ ও ১ বংশানুতে পরিব্যাপ্তির ফলে গায়ের চামড়ায় ফোস্কার মত হয় এবং এই বংশানু কোলাজেন নির্মাণের সাথে জড়িত। বাকি বংশানুটির সনভন্ধে এখনও কিছু জানা যায়নি। পরবর্তী গবেষণায় আরও দুটি বংশানু চিহ্নিত করা হয়, টিবিএক্স ১৫ ঠোঁটের গঠনের সাথে জড়িত এবং ভিপিএস ১৩ বি-নাকের তীক্ষ্ণতার সাতে জড়িত। আমরা সবাই সুন্দর নয় কেন? সুন্দরের মূলে যে বংশানুগুলো সেগুলোর সবগুলো সবার মধ্যে নেই বা যথেষ্ট সংখ্যায় নেই অথবা অন্যান্য বংশানুর প্রভাবে সৌন্দর্যের বংশানুগুলোর প্রভাব তেমন পরিস্ফুট হয়নি পস্ট্যাসিস)। তাছাড়া মুখের বা শরীরের সৌন্দর্য কোন একটি মূল বংশানুর পর ‍পর নির্ভর করে না, অনেক বংশানুর মিলিত ফল। তাছাড়া হরমো, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রার মান, শারীরিক যত, জলবায়ু প্রভৃতির ভূমিকাও এই ব্যাপারে অনস্বীকার্য। অনেকে সুন্দর নন। আবার সুন্দরের বংশানুগলো না থাকার জন্যও অনেকে সুন্দর হয়। সুন্দরের বংশানু সাধারণ জন্মসূত্রে পিতামাতার থেকে প্রাপ্ত। অনেক মা সুন্দরী না হওয়া সত্তও মেয়ে সুন্দরী অর্থাৎ মায়ের মধ্যে সুন্দরের বংশানুগুলো অপ্রকট (রেসেসিভ) অবস্থায় ছিল। সন্তানের মধ্যে সেগুলো প্রকট এবং প্রকাশিত ডেমিন্যান্ট) হয়ে ওঠে এবং বংশানুগুলো বিকশিত হয়ে ওঠে এবং সন্তান সুন্দর হয়। সুন্দরী মা এবং তার অসুন্দরী মেয়ের ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়। অর্থাৎ সৌন্দর্য আমরা জন্মসূত্রে পাই কিন্তু তীর প্রকাশ নাও ঘটতে পারে।

সুন্দর মুখের আকর্ষণীয়তা এবং বিবর্তন- মানুষের মুখ, মুখের সৌন্দর্য দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যের মূলে। টিভি সিনেমার পর্দায় আকর্ষীয় মুখের ছড়াছড়ি নারী পুরুষ উভয়েই। শারীরিক বাহ্যরূপ নকের কাছেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই কথায় বসে, আগে দর্শনধারী পরে গুণ পুজারী। এবং ব্যক্তিগত ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা প্রাণ জগতেও এর ব্যতিক্রম নেই। অনেক পুরুষ প্রাণীর ব্যাহিক বৈশিষ্ট্য খুবই আকর্ষণীয় এবং সঙ্গিনীকে আকর্ষণ করার জন্য, যেমন ময়ুরের পেখম, মোরগের ঝুঁটি এবং পালক, সিংহের কেশর প্রভৃতি। তবে সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয়তা ব্যক্তিবিশেষর সংস্কৃতি, রুচি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এবং ব্যক্তি বিষেশষের রুচি এবং সংস্কৃতি ভীষণ পরিবর্তনশীল। সুতরাং সুন্দর যে দেখে তার চোখে (বিউটি ইজ ইন দ্য আই অব দ্য বিহোল্ডার) যেমন প্রখ্যাত দার্শনিক ডেভিড হিউমের মতে সৌন্দর্য ইজ নো কোয়ালিটি ইন থিংস দেমসেলসড ইট এগজিস্ট মিয়ারলি ইন দ্য মাইন্ড হুইচ কনটেমপ্লেটস দেয়, এন্ড ইচ মাইন্ড ডারউইনও সংস্কৃতির পার্থক্য, যেমন গাত্র বর্ণে, শরীরের লোমে, শরীরের ফ্যাটে, ঠোটের অলংকরণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তার মতে- হিট ইজ সারটেনলি নট উর দ্যাট দেয়ার ইজ ইন দ্য মাইন্ড অব ম্যান এনি ইউনিভার্সাল স্টানডার্ডস অব বিউটি উইথ রেসপেক্ট টু দ্য হিউম্যান বডি।” সুতরাং সুন্দর কোন সর্বজনীন সত্য, বোধ, বা অনুভূতি নয়, ভীষণ পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তিনির্ভর। তবুও কোন যেমন- এলিজাবেথ টেলর, সোফিয়া লোরেন, ব্রুক শীল্ড, গ্রেগরী পেক, রিচার্ড বার্টন, সুচিত্রা সেন সুপ্রিয়া দেবী, উত্তম কুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জি প্রভৃতি।

বিবর্তনবাদের মতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা বোধ এবং পছন্দ বা ঝোক একটি অভিযোজিত ক্রিয়া (অ্যাডাপটিভ, ফ্যাংকশন) বা ধর্ম হিসাবে কাজ করে- বহির্জগত তথ্যের জোগান দেয় জৈবিক এবং সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত আচরণের। আমাদের বিবর্তনের পতে অতীতে যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গী বা সঙ্গিনী অথবা সামাজিক মূল্য সম্পর্কিত কোন তথ্য মজুত থাকে তবে সেইসব ব্যক্তিদের কিছু সুবিধা হবে যারা এই তথ্যকে পুঁজি করেছিল এবং সেইসব ব্যক্তিরা পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে তাদের বংশানুদের বেশী মাত্রায় সঞ্চারিত করতে সক্ষম হবে। তাহলে তত্বের দিক থেকে আমাদের ঝোক বা পছন্দ বেশি হবে তাদের প্রতি যারা বেঁচে থাকা বা অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম এমন বংশানুদের সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। কেননা বিবর্তনের মূল কথা সারভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট। মুখের যেসব বিশেষত্ব আকর্ষণীয়তাকে প্রভাবিত করে সেগুলো হল সমানুপাত, শরীরের বর্ণ, গঠন বৈশিষ্ট্য, চোখের চাহনি ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি। সুন্দর মুখের পছন্দের ব্যাপারে হরমোনের মাত্রা, যৌনসক্ষমতা (সেক্সুয়াল ফারটিলিটি), ব্যক্তিত্ব চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা প্রভৃতি কাজ করে। সুন্দর এবং আকর্ষণীয় কোন ব্যক্তির সাতে প্রজননে প্রজননজনিত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। এবং বিবর্তনও সেটাকেই সমর্থন করে। শারীরিক সৌন্দর্য এবং আকর্ষণীয়তা বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন সুন্দর কি, কিভাবে হয় এবং করা যায় তাই নিয়ে একটা মুখে কি আছে যা মস্তিষ্ক সুন্দর মনে করে। এবং আমরা যদি বুঝতে বা জানতে পারি, সন্দর কি তাহলে সুন্দরকে আমরা রূপ দিতে পারি প্লাস্টিক সার্জারী করে বারংবার, বলেকয়ে এবং পছন্দমত। আশ্চর্যের বিষয় শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সৌন্দর্য আবিষ্কারকে (বিউটি ডিটেক্টর) জন্মলগ্ন থেকে আমাদের মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে গাঁথা। একদিন বয়সের কোন শিশুকে যদি নারীদের ফটোগ্রাফ দেখানো হয় তাহলে সেই সিসু আকর্ষণীয় এবং সুন্দর মুখের ফটোগ্রাফের দিকে দীর্ঘক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। শিশুদের সুন্দরকে সাধারণের থেকে পৃথক করে তারিফ করার মত ক্ষমত পিচনে কি স্নায়বিক প্রক্রিয়া (নিউর‍্যাল মেকানিজম) কাজ করে তা একন স্পষ্ট নয় যদি শিশুদের এই ক্ষমতা পরীক্ষিত সত্য। বিভিন্ন দেশ, জাতি এবং সংস্কৃতির মানুষেরও সুন্দর এবং অসুন্দরের মধ্যে একটা ঐকমত্য পাওয়া যায়। তাহলে সৌন্দর্য এবং শারীরিক সৌন্দর্য কিসের উপর নির্ভর করে।

মুখ মোটামুটি তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, গড় পড়তা ধরণ (অ্যাভারেজনেস) মুখের গড়ন, আকার, এবং আকৃতিভক্তখানি গড়পড়তা মাপের কাথে কাপ খায় বা মানায়) সমানুপাত (সিমেট্রি-মুখের দুই ভাগ একে অপরের সাথে কতখানি মেলে) এবং যৌসম্পর্কিত ভিন্ন রূপতা) সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম) অর্থাৎ মুখের ভাবে কতখানি মেয়েলি বা পুরুষালি ভাব আছে। সমানুপাত ---সিমেট্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং সুন্দরের মাপকাঠিকে ভাঙতেও পারে আবার গড়তেও পারে। অধিকাংশ মানুষই সমানুপাতিক (সিমেট্রিক্যাল) নয়, অর্থাৎ তাদের বাদিকের ভাগ ডানদিকের সাথে সমান বা একইরূপ নয়, তবুও তাঁরা সুন্দর এবং সুন্দরী। বাস্তবিক পক্ষে মুখের ডানদিকের দুটি অর্ধ নেওয়া হয় এবং জোড়া লাগিয়ে একটি মুখ করা হয় এবং একই রকম করা হয় বাদিকেই দুই অর্ধ নিয়ে তাহলে মুখ দুটো বড়জোর দূরস্থানীয় কোন ভাইপোর মুখের মত হবে এবং বেশী কিছু নয় অর্থাৎ অসামান্য সুন্দর কোন মুখ হবে তা নয়।

যৌনগত ভিন্নরূপতা (নারীত্ব এবং পুরুষত্ব) সুন্দরের তৃতীয় মান এটি হরমোনের সাথে জড়িত। পুরুষের মধ্যে টেস্টাস্টেরোন হরমোন বিশেষভাবে কাজ করে চোয়ালের গঠনের ব্যাপারে, উপরদিকের চোয়ালের হাড় (চীক বোন), মোটা ভুরু এবং ভুরুর সংযোগ, লম্বা নাক মুখের এবং শরীরের লোম তুলনামুলকভাবে ছোটমাপের মুখের নীচের অর্ধ, নারীরা সাধারণত আকর্ষম বোদ করে শক্তপোক্ত (রোগড) পুরুষালি মুখ কেননা তীরা দৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন স্ট্রং ইনিউন সিস্টেম) এব সম্ভাব্য যৌন সক্ষমতা বিশিষ্ট।

সুপুষ্ট সন-ত্ত বড়, সুগঠিত এবং সুপ্রকাশিত স্তন যৌন সক্ষমতার সূচক। মহিলাদের বুকে যে চর্বি জমা হয় এবং উরু এবং নিতম্বে, তার মুলে এস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাব। দেখা গিয়েছে যেসব মহিলাদের বড় সুপুষ্ট স্তন তাদের দ্রুত গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী অন্য ধরনের প্রধান বিষয়। এমনকি যে সংস্কৃতিতে বুকের গড়নকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, সেক্ষেত্রেও।

মুখের কুঞ্চন বা বলিরেখাত্তত্ব ভাবতেও আশ্চর্য লাগে মুখের বার্ধক্যজনিত কুয়, চামড়ার ভাজ বা বলিরেখা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে। এটা সত্যি যে পুরুষরা যৌবনদীপ্ত নারীদের প্রতি বেশীমাত্রায় আকৃষ্ট হয় যাদের যৌন সক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশী) তবুও কোনও পুরুষের মা’র বয়স যখন ৩০ বছরেরও বেশি তখন যদি তার জন্ম হয়ে থাকে তাহলে সে বয়স্ক মহিলাদের এবং মুখে বয়সের ছাপ বিশিষ্ট মহিলাদের প্রতি বেশামাত্রায় আকৃষ্ট হবে এবং সহনশীল হবে দীর্ঘস্থায়ী কেমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র মায়ের বয়েসের দ্বারা নয়।(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

বেসরকারি বাস চালকরা ডেপুটেশন দিয়েছে শ্রম কমিশনাকে। ছবি ঃ নিজস্ব

দিল্লিতে করোনা কাড়ল দু'জনের প্রাণ, সক্রিয় রোগী বেড়ে ৩৭৩

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে অনেক দিন পর করোনা কেড়ে নিল দু''জনের প্রাণ। বিগত প্রায় দু''সপ্তাহ ধরে দিল্লিতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি, কিন্তু মঙ্গলবার সারাদিনে দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। দিল্লিতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও কিছুটা বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৪ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৮০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৮৭ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৩২০ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৫ জন। মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৭৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় মোট করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে ৬,৫১,০১।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জিন্নাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন রাজ্যের একাংশ সংখ্যালঘু নেতা, বিস্ফোরক মমিনুল

গোলাঘাট (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দেশ বিভাজনের সময় মহম্মদ আলি জিন্নাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন রাজ্যের একাংশ সংখ্যালঘু নেতা। অসমের সন্দেহজনক সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে পণ নিয়েছে আন্তর্জাতিক শক্তি। দরং জেলার অন্তর্গত সিপাঝাড় রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত ধলপুরের গরুখুঁটি গ্রামে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে চেঁচামেচি শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। বক্তা বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা সৈয়দ মমিনুল আওয়াল।

গৃহজেলা গোলাঘাটে এসে এভাবে একাধিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা তথা রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল। তিনি বলেন, অসমে এখন শুরু হয়েছে আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিধানসভা এলাকা প্রব্রজন। জনবিস্ফোরণের শিকার বহু বিধানসভা এলাকা থেকে পার্শবর্তী এলাকায় ব্যাপক হারে প্রব্রজন চলছে। জনসংখ্যা সংখ্যা-বর্ধিত এলাকার সন্দেহজনক মানুষ টার্গেট করেছেন প্রতিবেশী নির্বাচন ক্ষেত্রকে। একই দৃশ্য গোলাঘাটেও। মমিনুল বলেন, গোলাঘাটের অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চল সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এ মুহূর্তে সন্দেহজনক প্রব্রজনকারীদের লক্ষ্য।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর গরুখুঁটি গ্রামে সংগঠিত উচ্ছেদের ঘটনা সম্পর্কে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল বলেন, সেদিনের ঘটনা ব্রহ্মপুত্রের চরে বসে গৃহীত একদিনের সিদ্ধান্ত নয়। ওই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক স্তরের এক পূর্বপরিকল্পিত ছক। তাঁর অভিযোগ, 'আমসু (অসমের সংখ্যালঘু ছাত্র সংগঠন), এআইইউডিএফ এবং পিএফআই প্রভৃতি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু শক্তির অভারগ্রাউন্ড সংগঠন ও দল। রাজ্যের কতিপয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীও জড়িত এদের সঙ্গে।' তিনি আরও বলেন, 'অখণ্ড ভারতে বসবাসকারী এক শতাংশ বাংলাদেশির কাঁধে চড়ে আজ বাকি ৯৯ শতাংশ নিজেদের ভারতীয় এবং খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) সাজানোর প্রস্তুতি চালিয়েছে। কেবল আমসু বা এআইইউডিএফ-ই নয়, এমন কয়েকজন সংখ্যালঘু নেতা এই পন্থা অবলম্বন করেছেন যাঁরা বিজেপি সদস্য।' তাঁর কটাক্ষ, 'আমসু সহ সন্দেহজনক বাংলাদেশির দুঃখের সময় অতি সোচ্চারকারী রাজ্যের সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীরা খান পাকিস্তান ও বাংলাদেশি ফার্মাসির ট্যাবলেট।'

বিস্ফোরক মমিনুল বলেন, '১৯০৯ সালে অখণ্ড ভারতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মানুষজন কোনও সমস্যার সৃষ্টি করেননি। সমস্যার সৃষ্টি করেছেন অসম চুক্তির ভিত্তিত ১৯৭১ সালে ভারতে প্রবেশকারী প্রব্রজনকারীরা।'

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত অসমে খিলঞ্জিয়ার প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণ হয়নি। এতেই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিধায়ক পদে ইস্তফা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সর্বানন্দের বিধানসভার অধ্যক্ষকে পাঠালেন পদত্যাগপত্র

গুয়াহাটি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গতকাল সোমবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সদস্য (সাংসদ) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এর পর আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে মাজুলির বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ, বন্দর, জলপরিবহণ এবং আয়ুষ দফতরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির ওএসডি অমরেন্দ্র ডেকা জানান, আজ সকালে ভারতের নির্বাচন কমিশন অসমের পাঁচটি বিধানসভা আসনে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট জারির পর মাজুলির বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছন সর্বানন্দ সনোয়াল। অধ্যক্ষ তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে লখিমপুরের সাংসদ নির্বাচিত হলে মোদী সরকারের প্রথম কার্যকালে সর্বানন্দ সনোয়াল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র) হিসেবে কার্যনির্বাহ করেছিলেন। এর পর ২০১৬ সালে অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সেবার মাজুলির বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর অসমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সনোয়াল। এবার ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি মাজুলি থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মাজুলি থেকে পর পর দুবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন সর্বানন্দ।

বিজেপি বিধায়ক সর্বানন্দ সনোয়াল পদত্যাগ করায় ১২৬ আসনের রাজ্য বিধানসভায় দলের সদস্য সংখ্যা কমে হয়েছে ৫৯। তাছাড়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের জোটশরিক অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর নয় এবং ইউনাইটেড পিপল পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর নয়জনকে নিয়ে মোট ৭৭ জন শাসকদলের বিধায়ক রয়েছেন বিধানসভায়। পাশাপাশি বিরোধী কংগ্রেসের ২৭, এইআইইউডিএফ-এর ১৫, বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর তিন, সিপিআইএমের এক এবং নির্দলীয় একজন সদস্য রয়েছেন অসম বিধানসভায়।

পশ্চিমবঙ্গে ভোট ও হিংসা একে অপরের পরিপূরক : ভূপেন্দ্র যাদব

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা, বিশেষ করে ভবানীপুরে দিলীপ ঘোষ-সহ বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে হিংসার ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, অনুরাগ সিং ঠাকুর ও মুক্তার আব্বাস নকভি। জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ভোট ও হিংসা একে অপরের পরিপূরক।' ভূপেন্দ্র যাদব এদিন বলেছেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছি এবং জানিয়েছি ভোট ও হিংসা পশ্চিমবঙ্গে একে অপরের পরিপূরক।

মনে হচ্ছে দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তাঁর কর্মীরা ভোটের থেকেও বেশি বিশ্বাসী হিংসায়। দিলীপ ঘোষের উপর হিংসা এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তৃণমূল ও বিজেপি সরকার হিংসাকেই গণতন্ত্র বলে মনে করে। আমরা পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি।' ভূপেন্দ্র যাদব আরও বলেছেন, 'কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। সরকার নিজেদের রিপোর্টে জানিয়েছে, তাঁরা ৮ জনকে গ্রেফতার করেছেন, আমাদের মতে সবটাই লোক দেখানো। যদি ৮ জন গ্রেফতার হন, তার মানে প্রমাণিত হচ্ছে হামলা সত্যিই চালানো হয়েছিল।'

দিল্লির দাঙ্গাকে ষড়যন্ত্র আখ্যা দিল হাই কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিগত বছরের দিল্লির দাঙ্গাকে পূর্ব পরিকল্পিত আখ্যা দিল দিল্লি হাই কোর্ট। মঙ্গলবার দিল্লি হাই কোর্ট এই মামলায় এক অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদ রায় বলেন, গত বছর দিল্লিতে দাঙ্গা হঠাৎ করে হয়নি, বরং আগে থেকে পরিকল্পনা করে তা ঘটানো হয়েছিল বলেই জানাল দিল্লি হাই কোর্ট। আদালত।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির দাঙ্গায় ৫০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারান। আহত হন ২০০ জনের বেশি। এই মামলায় মঙ্গলবার এক অভিযুক্তের জামিনের শুনানি দিল্লি হাই কোর্ট জানায়, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে হওয়া দাঙ্গার ঘটনা একটি ষড়যন্ত্র ছিল। আগে থেকে পরিকল্পনা করে তার পরে তার বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। আদালতের সামনে দাঙ্গার যে ভিডিয়ো জমা দেওয়া হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট যে সরকারের কাজে বাধা ও শান্তি বিঘ্নিত করতেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদ রায়ে বলেন, "যে সব এলাকায় সংঘর্ষ হয়েছিল সেখানে আগে থেকেই সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ করে দেওয়া হয়। দাঙ্গার সময় সাধারণ মানুষের উপর লাঠি, ব্যাট, লোহার রড দিয়ে হামলা করা হয়। এর থেকেই প্রমাণিত যে শহরের আইন-শৃঙ্খলায় বাধা দেওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল।"

এই ঘটনায় গত বছর ডিসেম্বরে মহম্মদ ইব্রাহিম নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। দিল্লি পুলিশের হেড কনস্টেবল রতন লালকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত তিনি। আদালতে তিনি দাবি করেন পরিবারের সুরক্ষার জন্যই অস্ত্র রেখেছিলেন। অবশ্য তাঁকে জামিন দেয়নি আদালত। যদিও আর এক ধৃত মহম্মদ সেলিম খানকে জামিন দিয়েছে দিল্লি হাই কোর্ট।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

জোজিলা প্রজেক্টের দুটি টানেলের কাজ পরিদর্শনে গড়করী ও শ্রী কৃষ্ণ রেড্ডি

শ্রীনগর, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জোজিলা টানেল প্রজেক্টের মাধ্যমে কাশ্মীর ও লাদাখকে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সেই কাজই খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় সড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি ভি কৃষ্ণ রেড্ডি।

এদিন জোজিলা প্রজেক্টের টানেল ১ ও টানেল ২-এর কাজ পরিদর্শন করেন নিতিন গড়করী। টানেল ১-এর দৈর্ঘ্য ৪৩৫ মিটার ও ১.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল ২। ১৮ কিলোমিটারের জোজিলা প্রজেক্টের অংশ এই দুই টানেল। টানেলের দুই প্রান্তেই কাজ পরিদর্শন করেন গড়করী, পি ভি কৃষ্ণ রেড্ডি মন্ত্রী ও অন্যান্য আধিকারিকেরা। মন্ত্রীর পরিদর্শনের আগে সোমবার সোনমার্গে একটি সাংবাদিক বৈঠক হয়। ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এর তরফ থেকে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার গুরজিত সিং কাম্বো ওই দুই টানেল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি জানান, সব মরশুমেই যাতে কাশ্মীর ও লাদাখের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্যই এই জোজিলা প্রকল্পে টানেল তৈরি হচ্ছে। তিনি জানান, পুরোদমে এগোচ্ছে টানেল তৈরির কাজ। প্রবল শীতেও যাতে সেই কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার গুরজিত সিং। এই প্রজেক্টের পুরো কাজ হচ্ছে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। জানা গিয়েছে, এই প্রজেক্ট যেখানে হচ্ছে, সেটি একটি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। তাই টানেল তৈরির সময় সবরকমের সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

লতা মঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের ৯২ তম জন্মদিন। ট্যুইটে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, "শ্রদ্ধেয় লতা দিদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ বিশ্বজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর নম্রতা এবং আবেগের জন্য সম্মানিত। ব্যক্তিগতভাবে, তাঁর আশীর্বাদ মহান শক্তির উৎস। আমি লতা দিদির দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করি। এদিকে, প্রায় দুই দশকেরও আগে রেকর্ড করা গান মুক্তি পাচ্ছে কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিনের দিন। চিত্র পরিচালক, সুরকার বিশাল ভরদ্বাজ ও বর্ষীয়ান গীতিকার গুলজার এমনটাই ঘোষণা করেছেন। বিশাল ভরদ্বাজ ও গুলজারের যৌথ উদ্যোগে তৈরি গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। গানটির নাম, "ঠিক নহি লগতা"। তৈরি হয়েছিল ২৬ বছর আগে একটি সিনেমার জন্য। কিন্তু নানা কারণে তা মুক্তি পায়নি সেই সময়ে। মঙ্গলবার, তাঁর জন্মদিনেই মুক্তি পাচ্ছে সেই গান।

জন্মবার্ষিকীতে শহীদ ভগৎ সিংকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার শহীদ ভগত সিং -এর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এদিন এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, মহান মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ভগৎ সিংহের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা। বীর ভগত সিং প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়ে বাস করেন। তার সাহসী ত্যাগ অগণিত মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়েছিল। আমি তাঁর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে প্রণাম করি এবং তাঁর মহান আদর্শকে স্মরণ করি।

সেলভগনপতির রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ায় আনন্দিত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুদুচেরি থেকে রাজ্যসভায় মনোনীত হওয়ার জন্য এস সেলভাগনপতিকে অভিনন্দন জানালেন। সেলভাগনপতির নির্বাচনে খুশি প্রকাশ করেছেন তিনি।মঙ্গলবার এক টুইটে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'এটি প্রতিটি বিজেপি কর্মীর জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমাদের দল এস সেলভাগনপাতির হাত ধরে পুদুচেরি থেকে প্রথম রাজ্যসভার সাংসদ পেয়েছে। আমরা পুদুচেরির উন্নতির জন্য কাজ করে যাব। 'উল্লেখযোগ্য যে এস সেলভাগনপাতি পুদুচেরি থেকে রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে জিততেই হবে : মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে মারণ এই রোগের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, '২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে জিততেই হবে আমাদের।' মঙ্গলবার বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে "২০৩০ সালের মধ্যে ভারত থেকে জলাতঙ্ক নির্মূলের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা"-র সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পওয়ার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুরুষোত্তম রূপালা। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য বলেছেন, '২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতেই হবে আমাদের। স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও পশুপালন মন্ত্রকের সমন্বয়ে তা হওয়া উচিত। আয়ুষ মন্ত্রককেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।' কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'জলাতঙ্ক ভ্যাকসিনের খরচ কমাতে কাজ করছে আইসিএমআর। জলাতঙ্ককে রুখতে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের।'

বুস্টার ডোজ নিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনাভাইরাস প্রতিরোধে টিকার বুস্টার ডোজ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে হোয়াইট হাউসে বুস্টার ডোজ হিসেবে ফাইজার-বায়োএনটেকের টিকা নেন তিনি। এর আগে তিনি ফাইজার বায়োটেকনিকের দুটি ডোজই করোনা টিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই বুস্টার ডোজ প্রসঙ্গে টিকা নেওয়ার পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি একটি টুইট করে জানান, 'যাদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সবথেকে বেশি তাদের অবশ্যই বুস্টার ডোজ গ্রহণ করা উচিত। এই বুস্টার ডোজ তাঁদের আরও বেশি সুরক্ষা দেবে। এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি উৎসাহিত করতে আমি বুস্টার ডোজ গ্রহণ করলাম।' তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখনও ভ্যাকসিনের একটি ডোজও গ্রহণ করেননি। এর ফলে দেশজুড়ে করোনার অতিসংক্রামক ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৭৭ শতাংশ মানুষ এখন পর্যন্ত করোনা টিকার আওতায় এসেছেন। তবে এখনও প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ টিকা নেননি। তারা মূলত টিকা নিতে অনিচ্ছুক।

উল্লেখ্য, ২০২০-এর ডিসেম্বরে করোনা টিকার প্রথম ডোজ গ্রহণ করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। তার ঠিক ৩ সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ২০১২-এর জানুয়ারিতে নেন দ্বিতীয় ডোজ। দ্বিতীয় নেওয়ার প্রায় আট মাসের মাথায় বুস্টার ডোজ নিলেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করায় স্বরূপনগরে গ্রেফতার চার বাংলাদেশি

স্বরূপনগর, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে ঢোকার সময়ে গ্রেফতার চার বাংলাদেশি। তাঁদের মধ্যে মহিলাও রয়েছেন।মঙ্গলবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর সীমান্তে।

জানা গেছে, এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে এ দেশে প্রবেশ করার সময় এক মহিলা সহ ৪ বাংলাদেশি ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। ১১২ নং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সে সময় রুটিন প্রহরায় ছিলেন। বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে যান তাঁরা। বিএসএফ ধৃতদের স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও ঢাকার বাসিন্দা। তাঁদের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না।ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি ঢাকা শহরে। সীমান্ত পেরিয়ে ঢাকার নাগরিক এ দেশে ঢুকে পড়ায় সন্দেহ দানা বাঁধছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

শিবসেনার সাংসদ ভাবনা গওলির সহযোগী সাইদ খানকে গ্রেফতার করল ইডি

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে মঙ্গলবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) শিবসেনার সাংসদ ভাবনা গওলির এক সহযোগী সাইদ খানকে গ্রেফতার করেছে।

তথ্য অনুসারে, বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি ডঃ কিরিট সোমাইয়া শিবসেনার সাংসদ ভাবনা গাওলির উপর ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির বিষয়ে ইডির কাছে অভিযোগ করেছিলেন। এটিকে আর্থিক দুর্নীতি ধরে তদন্ত শুর করে ইডি ।ইডি ওয়াশিমের ভাওনা গওলির বাড়ি, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় এবং কাগজপত্র উদ্ধার করে। এর পরে, ইডি তার সহকারী সাইদ খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যিনি এই মামলায় ভাবনা গওলির বিষয়গুলি দেখছিলেন। একই মামলায় ইডি মঙ্গলবার সাইদ খানকে গ্রেফতার করে এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর সাইদ খানকে আদালতে হাজির করার প্রস্তুতি চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভারতে বছরে প্রায় ২৪.৮ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয় হৃদরোগে : ডা. চন্দন মোদক

গুয়াহাটি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সাম্প্রতিককালে সামাজিক জীবনের জন্য হৃদরোগ একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানসিক চাপ এবং প্রদূষিত পরিবেশ এর অন্যতম প্রধান কারণ। মন্তব্য বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং 'দ্য হার্ট, সহৃদয় গোষ্ঠী'-র সভাপতি ডা. চন্দন মোদকের।

বিশ্ব হৃদয় দিবসের প্রাক্কালে জনজাগরণের উদ্দেশ্যে আজ মঙ্গলবার গুয়াহাটির দিশপুর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন 'দ্য হার্ট, সহৃদয় গোষ্ঠী'-র পদাধিকারীরা। সাংবাদিক সম্মেলনের প্রধান বক্তা ডা. মোদক বলেন, হার্ট মানবদেহে বিদ্যমান অঙ্গগুলির মধ্যে একটি প্রধান অঙ্গ, যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লাগাতার ক্রিয়া করে। তাই তার স্পন্দন সাবলীল রাখতে তাকে সুস্থ রাখা সকলের দায়িত্ব। আগামীকাল বুধবার বিশ্ব হৃদয় দিবস।

ডা. মোদক বলেন, আজকাল মানুষকে বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়। কর্মক্ষেত্রের চাপ, প্রতিযোগিতামূলক জীবনধারা, ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাস, তামাক এবং অন্যান্য মাদকাসক্তি মানুষের হৃদয়কে দুর্বল করার অন্যতম কারণ। এছাড়া প্রকৃতির ওপর ক্রমবর্ধমান মানুষের নিপীড়নকেও হৃদরোগের অন্যতম কারণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। কেননা, প্রকৃতি মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বিনামূল্যে প্রদান করে, কিন্তু তা থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ, প্রকৃতির এই উদারতার বিপরীতে, কিছু মানুষ গাছ ও বন ধ্বংস করে সমাজকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি প্রকৃতিকে রক্ষা করার পাশাপাশি এ ধরনের অপকর্মের বিরোধিতা করার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ভারতের ৮৩ শতাংশ মানুষ এ ধরনের জীবনযাত্রার কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বলেন, এছাড়া জন্মগত বা বংশানুক্রমিক বা অন্যান্য সংক্রমিত হৃদরোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এক তথ্য তুলে ডা, মোদক বলেন, ভারতে প্রতি বছর যাঁরা মারা যান তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৪.৮ শতাংশই হৃদরোগী। এই বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ, বলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ।

তিনি প্রত্যেককে হাঁটা, সাইকেল চালানো এবং ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তোলারও আহ্বান জানান। তাই এ সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌঁছতে 'বিশ্ব হৃদয় দিবস' উপলক্ষ্যে 'দ্য হার্ট, সহৃদয় গোষ্ঠী, গুয়াহাটি' 'গ্রিন ক্লাস'-এর সহযোগিতায় আগামীকাল বুধবার নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, জানান ডা. মোদক।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামীকাল সকাল সাতটায় গুয়াহাটির মঠঘরিয়া কার্বন গেট থেকে গীতামন্দির পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন করা হবে। এছাড়া, সকাল ১১টায় সরুসজাই স্টেডিয়ামের পাশে রংমননগরে মহানন্দ তামুলি রোডে 'দ্য হার্ট, সহৃদয় গোষ্ঠী, গুয়াহাটি' একটি বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করবে। সমাজের সকল অংশকে তাঁদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা কামনা করেছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

নবমী স্পেশ্যাল: উৎসবের শেষের দিকে খাবার

নবমীর দিনের রাতটা পুজোর বাকি দিনগুলোর চেয়ে অনেকটা আলাদা হয়। এই বিশেষ দিনে আমাদের সবার আলোচনার মধ্যেই কম বেশি একটা কোথা থাকেই, পুজো, পুজো, পুজো, আর কাল পুজো শেষ। দশমীর আগের রাতটা সত্যিই কিছুটা হতাশার মধ্যেই কাটে। এই হতাশার উপায় হল কিছু চটকদার খাবার।

চটকদার খাবার হিসেবে মেটের ঝাল ঝাল সুস্বাদু চচ্চড়ি হলে কেমন হয়? মেটে অনেকেরই পছন্দের একটা খাবার। এই মেটে খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনই এর মধ্যে থাকা চর্বি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারি। যদিও তা কিছুটা সীমিত পরিমাণের জন্যই। যাই হোক, এই মেটের ঝালের চচ্চড়ি তৈরি করতে ৩০ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।

উপকরণ: (২ জনের পরিবেশনের ক্ষেত্রে) ৩০০ গ্রাম মেটে (লিভার) ১ টি বড়ো পেঁয়াজ কুচি ১ টি বড়ো রসুনের কোয়া ৪ থেকে ৫ টি কাঁচা লংকা কুচি ১ টি টমেটো কুচি হাফ চা চামচ ধনেগুঁড়ো ১ চা চামচ জিরেগুঁড়ো হাফ চা চামচ লংকা গুড়ো হাফ চা চামচ হলুদ ১ চা চামচ মিট মশলা হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো ১ টি গোটা শুকনো লঙ্কা হাফ চা চামচ গোটা জিরা ২ টি তেজপাতা ৩ থেকে ৪ টেবিল চামচ সরষের তেল পরিমাণ মতো নুন

পদ্ধতি: প্রথমে মেটে গুলো ভাল করে ধুয়ে নিন। এরপর নুন, হলুদ, হাফ চা চামচ লংকা গুড়ো দিয়ে ভাল করে মেখে ১০ মিনিট মতো ঢেকে রাখুন। গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তাতে তেল দিয়ে গোটা জিরা, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এরপর তাতে পেঁয়াজ কুচি ও রসুন কুচি দিয়ে সামান্য নুন দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে।

পেঁয়াজ ভাজা হলে তাতে টমেটো কুচি, কাঁচা লংকা কুচি দিয়ে মেখে রাখা মেটে দিয়ে দিন। ১০ মিনিট মতো ভাল করে নেড়ে ভেজে নিন। মেটে অর্ধেক সেদ্ধ হলে তাতে হলুদ, নুন, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, লংকা গুঁড়ো, মিট মশলা দিয়ে সামান্য জল দিয়ে কষিয়ে নিন।

কষানো হলে তাতে ১ কাপ মতো জল দিয়ে ঢেকে রাখুন। মেটে ভাল করে সেদ্ধ হয়ে গেলে আর জল শুকিয়ে এলে গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে আরো কিছুক্ষণ নেড়ে নামিয়ে নিন।

রসুন-দুধের মিশ্রণের কতটা উপকারিতা জানেন?

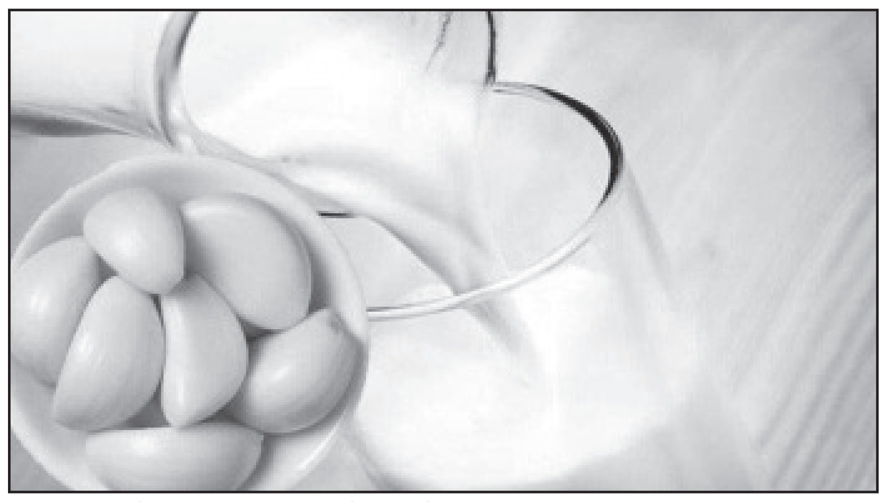

রসুন-দুধের মিশ্রণের কতটা উপকারিতা জানেন? দ্রুত বদলাচ্ছে আবহাওয়া। এই সময়ে সর্দিকাশি বা ভাইরাল ফিভার হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের রোগের চিকিতসা সাধারণত কড়া ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক। কথায় কথায় ওষুধ খাওয়া অনেকেরই অপছন্দ! সাম্প্রতিক গবেষণা হদিশ দিচ্ছে এমন একটি ঘরোয়া কৌশলের, যার সাহায্যে সহজেই রুখে দেওয়া যেতে পারে ভাইরাস ও সর্দি-জ্বরের আক্রমণ। শুধু তাই নয়, এর সাহায্যে বাতের ব্যাথার মতো রোগেরও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

এটা বানানোর জন্য প্রয়োজন কেবল এক কাপ দুধ, তিন কোয়া রসুন, এক চামচ হলুদ গুঁড়ো, প্রয়োজন মতো চিনি ও পরিমাণ মতো জল। প্রথমে দুধ-জল মিশিয়ে একটু পাতলা করে নিন। এর মধ্যে রসুন কোয়াগুলো থেঁতলে ফেলে ফোটান। দুধের সঙ্গে সেগুলি মিশে গেলে হলুদ গুঁড়ো ও চিনি দিয়ে নেড়ে নিন। প্রয়োজনে পছন্দমতো ফ্লেভারও মেশাতে পারেন দুধে। এর পর মিনিট দশেক গরম করলেই আপনার ঘরোয়া ওষুধ তৈরি।

৭ হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত রসুনের আশ্চর্য কাহিনি

এই বিশেষ পানীয় শুধু যে সর্দিকাশির প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে, তা নয়। রসুন-দুধ অ্যাজমা প্রতিরোধেও কাজে আসে। এছাড়া শরীরে ব্যাড কোলেস্টেরলের সমস্যা কমায় এটি। রসুন-দুধের মিশ্রণ যৌনক্ষমতা বাড়ায় বলেও দাবি বিশেষজ্ঞদের।

বিয়ে করলে এইসব কঠিন রোগ থেকে মুক্তি মেলে, জানেন কি?

বিবাহ হল একটি সামাজিক বন্ধন বা বৈধ চুক্তি যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাধারণ ভাবে বিবাহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও যৌন সম্পর্ক সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। অনেক তরুণ-তরুণীর নানা অসুখ-বিসুখের উপায় হতে পারে বিয়ে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক উভয়ের জন্যই সুফল বয়ে আনে।

শারীরিক সম্পর্ক মানসিক চাপ কমানো, হৃদযন্ত্র ভালো রাখা, নারীর মূত্রাশয় নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন রোগের নিরাময় পাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়েবএমডি এবং ম্যান সে হেলথ।আসুন জেনে নেই শারীরিক সম্পর্ক কী ধরনের সুফল আছে।

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে

নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক দম্পতির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পেনসেলভেনিয়ার উইল্কস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাও দেখান যে, যেসব শিক্ষার্থী সপ্তাহে এক বা দুদিন যৌনমিলনে লিপ্ত হন তাদের রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা যারা এর চেয়ে কম সেক্স করেন তাদের তুলনায় বেশি।

মিলিত হওয়ার ইচ্ছাশক্তি বাড়ায়

নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক একে অপরের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। বিশেষ করে নারীদের যোনিপথ পিচ্ছিল রাখতে, সেখানে রক্তচলাচল বাড়াতে এবং নমনীয়তা ঠিক রাখতে নিয়মিত যৌনজীবনের বিকল্প নেই, মনে করেন শিকাগোর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লওরেন স্ট্রাইচার।

নারীর মূত্রাশয় নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

নারীর মূত্রাশয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেলভিক ফ্লোর শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। আর ভালো যৌনজীবন নারীর মূত্রাশয়ের মাংসপেশিকে সক্রিয় রাখে। বিশেষ করে অরগ্যাসমের সময় পেলভিক ফ্লোরের মাংসপেশি সংকুচিত হয়, যা একটি ভালো ব্যায়ামও বটে। জেনে রাখা ভালো, প্রায় ৩০ শতাংশ নারীর কোনো না কোনো সময় মূত্রাশয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

রক্তচাপ কমায়

নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কের ফলে রক্তচাপ কম থাকার একটি সম্পর্ক রয়েছে মনে করেন গবেষক জোসেফ জে. পিনসন। তিনি জানান, গবেষণা বলছে, শারীরিক সম্পর্ক রক্তচাপ কমায়।

ব্যায়াম

নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক একটা ভালো ব্যায়াম, বলেন পিনসন। কেননা এতে প্রতি মিনিটে পাঁচটি ক্যালোরি খরচ হয়, যা টিভি দেখার চেয়ে চার ক্যালোরি বেশি। তিনি জানান, শারীরিক মিলনে দু'ধরনের সুবিধা মেলে। এটি আপনার হৃদকম্পনে গতি আনে এবং একই সঙ্গে অনেক মাংসপেশিকে সক্রিয় করে।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়

শারীরিক সম্পর্ক আপনার হৃতপিণ্ডের জন্যও ভালো। হার্ট রেট ভালো রাখার পাশাপাশি এটি আপনার এস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। গবেষণা বলছে, যারা সপ্তাহে অন্তত দু'দিন শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন তাদের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর শঙ্কা কম।

ব্যথা কমায়

ব্যথা কমাতে অ্যাসপিরিনের চেয়ে অরগ্যাসম বেশি কার্যকর হতে পারে। নিউ জার্সি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেরি আর. কমিসারুক বলেন, অরগ্যাসম ব্যথা বন্ধ করতে পারে। কেননা এতে যে হরমোন নিঃসৃত হয়, তা শরীরের ব্যথা প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়।

প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়

যেসব পুরুষের মাসে অন্তত ২১ বার ''ইজেকুলেট'' হয় তাদের প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় কম, এক গবেষণায় এই হিসেবে শুধু যৌনমিলন নয়, হস্তমৈথুনও অন্তর্ভুক্ত। তবে শুধু ''সেক্স'' করলেই ক্যানসারমুক্ত থাকা যাবে কিনা, তা অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। প্রোস্টেট ক্যানসারের পেছনে আরও অনেক কারণ থাকে।

ঘুমে সহায়ক শারীরিক সম্পর্কের পর আপনি দ্রুত ঘুমাতে পারেন। কেননা ''অরগ্যাসমের'' সময় যে হরমোন নিঃসৃত হয় তা দেহকে শিথিল করে এবং ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে আসে।

মানসিক চাপ কমায় আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থাকলে আপনার মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমতে পারে। গবেষকরা মনে করেন, সুস্থ জীবনের জন্য শারীরিক ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত জরুরি।

তেতো খেতে অপছন্দ! দেখুন চিকিৎসকরা কি বলছেন?

তেতো খেতে অপছন্দ! দেখুন চিকিতসকরা কি বলছেন? খাওয়ার শুরুতে তেতো স্বাদের সবজি বা শাক রাখুন। উচ্ছে ভাজা হোক বা নিম পাতা হোক, শুরুটা এসব দিয়ে হলে পরের মশলাদার খাবার দ্রুত হজমে সাহায্য করে তা। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও কমায়।

খাওয়ার শুরুতে তেতো স্বাদের খাবার রাখার রীতি বহু প্রাচীন। এতে শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে। আধুনিক লাইফস্টাইল ও খাদ্যাভ্যাস সেই প্রথা প্রায় নেই বললেই চলে।তবে চিকিতসকদের পরামর্শ- সুস্থ থাকতে হলে ফিরতে হবে প্রাচীন নিয়মে।

তাই খাবারের শুরুটা হোক তেতো জাতীয় সবজি বা শাক দিয়ে। সেটা উচ্ছে সেদ্ধ হলে ভালো। আর সকালে খালি পেটে একগ্লাস চিরতার জল খেয়ে দিন শুরু করলে তো সেটা অসাধারণ ফল বয়ে আনবে।

যে কারণে খাওয়ার শুরুতে তেতো

তেতো পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড নিঃসরণ বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে, খাবার পরিপাকে সুবিধা হয়। তেতোর পর ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস- অর্থাত ক্রমশ মশলাদার খাবার খাওয়া হয়। তেতো খাবারের মধ্যে যে রাসায়নিক থাকে, তা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। চিকিতসকদের দাবি, নিয়মিত নিম বা উচ্ছে খেলে শরীর নীরোগ থাকে।

ডায়াবেটিস ঠেকায় নিমপাতা। জন্ডিসেও নিমপাতা কার্যকরী। এটি কৃমি ও উকুননাশক। ত্বকের সুরক্ষায় নিমপাতার গুণ অতুলনীয়। চিকিতসকদের মতে, নিয়মিত নিমপাতা খেলে আলসার ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়া নিমপাতা চোখ ভালো রাখে।

করলায় রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, খাদ্যআঁশ, নিয়াসিন, ভিটামিন এ, সি, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম। ফলে ডায়াবেটিস, গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য ও জন্ডিসের মহৌষধ হচ্ছে উচ্ছে বা করলা। এ সবজি শরীরে ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায় ও ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখে। হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও কমায়। তাই খাওয়ার শুরুটা হোক উচ্ছে বা করলা দিয়ে।

রুটি খেলেই অ্যাসিড হচ্ছে? কী ভাবে রুটি বানালে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন

অনেকেই অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভোগেন। খাবারে সামান্য বদল হলেই প্রথমে অ্যাসিড, তার পরে বুকজ্বালা এবং সেখান থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যার শেষ নেই। যাঁদের এই সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অনেকেরই রুটি খেলে অসুবিধা হয়। ময়দার রুটি তো বটেই, আটার রুটি থেকেও তাঁদের অ্যাসিড হতে পারে। তাই অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভোগা অনেকেই আর রুটি খেতে চান না।

কিন্তু এই সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এবং কোনও ওষুধ ছাড়াই অ্যাসিডিটির সমস্যা কমিয়ে ফেলা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে শুধু বদল আনতে হবে রুটি বানানোর প্রক্রিয়ায়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রুটি বানানোর সময়ে সাধারণ জলে আটা মাখা হয়। এই পদ্ধতি কিছুটা বদলালেই অ্যাসিডের সমস্যা কমবে। সাধারণ জলের বদলে গরম জলে আটা মাখুন। এই আটায় রুটি বানালে, তা খেলে অ্যাসিড হবে না।

যখন-তখন চর্বি, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনযুক্ত খাবার খাবেন না, জেনে নিন সঠিক সময়

সময় মতো পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণ করা হলে তা স্বাস্থ্য রক্ষায় বেশি কার্যকর হয়। তাই দিনের কোন সময় কোন পুষ্টি বেশি কাজে লাগে তা জানা থাকলে সে অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করলে শরীর ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়।

খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিভিন্ন পুষ্টিবিদের মতামত ও পরামর্শ সম্পর্কে জানা যায়।

রাতে অতিরিক্ত প্রোটিন এড়িয়ে চলুন

যুক্তরাষ্ট্রের স্যান ডিয়াগো''র পুষ্টিবিদ এলিজাবেথ অ্যান শ জানান, যদি কারো হজমের সমস্যা থাকে তাহলে তাদের সন্ধ্যা বা রাতে উচ্চ চর্বি বা গুরুপাক প্রোটিন-জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলা সবচেয়ে ভালো। বিকালের নাস্তা হিসেবে ওটামিল ও দারুচিনির সমন্বয়কে বেছে নিতে পারেন।

খাবারের পরে পেটের সমস্যা এড়াতে সাধারণ খাবার খাওয়াই ভালো।

সকালের নাস্তায় প্রোটিন

শ''য়ের মতে, খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে শরীরের কথা শোনা উচিত। হতে পারে সকালে একটা মাফিন খাওয়া আপনার সারাদিনের প্রোটিনের চাহিদা মেটাবে। সকালে প্রোটিন খাওয়া শরীরের পক্ষে বেশ উপকারী। চাইলে সকালের নাস্তায় ডিম ওমলেট অথবা জটিল খাবার তৈরির সহজ উপায় ব্যবহার করে প্রোটিন মাফিন তৈরি করতে পারেন।

সকালের নাস্তায় স্বাস্থ্যকর চর্বি

যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাবোট ল্যাবরেটরিজ''য়ের পামেলা নিসেভিক বেবে''র মতে, উচ্চ চর্বি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হলে সকালের নাস্তা অথবা দুপুর শুরুর আগেই খাওয়া ভালো। এক্ষেত্রে বাদামের মাখন, প্রোটিন সমৃদ্ধ ডিম অথবা খাঁটি দুধের দই খাওয়া যেতে পারে। চিকিতসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করা এই বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'এসব খাবারের চর্বি কেবল সারাদিনের খরচ করার জন্য শরীরে শক্তিই যোগায় না বরং এর সতেজ করা পুষ্টি আপনার অতিরিক্ত খাবার চাহিদা কমাবে। সঙ্গে সাধারণ চিনি বা শর্করা জাতীয় খাবার খেতে পারেন।'

রাতে চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের ''দ্যা ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি ওয়েক্সনার মেডিকেল সেন্টার''য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ সুসান বার্কম্যান জানান, খাবারে অবশ্যই সব ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকতে হবে। তবে শরীরে অনেক সময় বিশেষ কোনো পুষ্টির চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

রাতে অতিরিক্ত উচ্চ চর্বি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া হলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণত চর্বি হজম হতে দুই থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগে। তাই বেশি রাতে এই খাবার খাওয়া হলে তা সঞ্চিত হওয়ার আগে ব্যবহৃত হতে পারে না।

ব্যায়াম করার আগে শর্করা খান

শরীরচর্চা শুরু করার আগে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খান। এটা শারীরিক পরিশ্রম করার আগে তাতক্ষণিক শক্তি যোগাতে সাহায্য করে বলে জানান বার্কম্যান।

শরীরে তাতক্ষনিক শক্তির প্রয়োজন তাই ১৫০ থেকে ২০০ ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবার খান। গোটা শস্য ও তাজা ফলের মধ্য থেকে এই ধরনের আঁশজাতীয় খাবার বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন বেবে।

রূপোর গয়না কালো হয়ে যাচ্ছে চট করে পরিষ্কার করবেন কী ভাবে

অনেকেই রুপোর গয়না পছন্দ করেন। শুধু তাই নয়, অনেকের বাড়িতে রুপোর বাসনও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রুপোর জিনিসপত্র ব্যবহার করার সবচেয়ে বড় সমস্যা, এগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কালো হয়ে যায়। সেই কালচে ছোপ কী করে পরিষ্কার করা যায়, তা নিয়ে অনেকেই দুশ্চিন্তায় পড়েন।

রুপোর গয়না বা বাসনের কালো ছোপ অত্যন্ত সহজেই পরিষ্কার করা সম্ভব। এর জন্য দরকার একটু আলু। কী ভাবে আলু দিয়ে রুপোর জিনিস পরিষ্কার করবেন?

প্রথমে একটি বা দু''টি আলু সিদ্ধ করে নিন। এ বার আলু সরিয়ে ফেলে সিদ্ধ করা জলটি ঠান্ডা করুন। সেই জল ঠান্ডা হয়ে গেলে তার মধ্যে কালচে ছোপ ধরা রুপোর বাসন বা গয়না ভিজিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টা রেখে দিন সেগুলি।

জল থেকে তুলে প্রথমে সাবান জলে সেগুলি ধুয়ে নিন। তার পরে সাধারণ জলে ভাল করে সাফ করুন। এর পরেই রুপোর পুরনো জেল্লা ফিরে আসবে।

জল্পনাই সত্যি হল, কংগ্রেসে যোগ দিলেন কানহাইয়া ও জিগনেশ

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত কয়েকদিন ধরে রাজনৈতিক মহলে যে জল্পনা চলছিল, সেটাই সত্যি প্রমাণিত হল। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রাক্তন সিপিআই নেতা কানহাইয়া কুমার এবং গুজরাটের বিধায়ক জিগনেশ মেওয়ানি। এদিন দিল্লিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন কানহাইয়া কুমার ও জিগনেশ মেওয়ানি।

কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কানহাইয়া ও জিগনেশ। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপাল। বেণুগোপাল বলেছেন, 'এই দেশের ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পরাজিত করার জন্য এই ধরনের তরুণ নেতাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আমরা উন্মুখ। কানহাইয়া কুমার দেশের মত প্রকাশের স্বাধীনতা লড়াইয়ের প্রতীক। কানহাইয়া ও জিগনেশের যোগদান কংগ্রেসের তরুণ কর্মীদের উৎসাহিত করবে।'

সিধুকে খোঁচা ক্যাপ্টেনের, বললেন তিনি সবসময়ই অস্থির

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জাব-সহ গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলকে রীতিমতো চমকে দিয়ে আচমকাই পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন নভজ্যোত সিং সিধু। সিধুর এই আচমকা সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। অমরিন্দর বলেছেন, আমি তো আগেই বলেছি সে অস্থির মানুষ।

মঙ্গলবারই চন্ডীগড় থেকে দিল্লিতে গিয়েছেন অমরিন্দর সিং। এদিন দিল্লিতে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'এই মানুষটি (সিধু) অস্থির...আমি দিল্লিতে এসেছি কাপুরথালা হাউস (দিল্লিতে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন) খালি করতে। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমি দেখা করব না।' সিধুকে 'অস্থির' আখ্যা দিয়ে অমরিন্দর ফের বলেন, 'আমি তো আগেই বলেছি এই মানুষটি ভীষণ অস্থির। কোথাও দীর্ঘ সময় থাকেন না, আর তাই হল।'

বিজেপির সব পদ থেকে ইস্তফা অভিনেতা সুমন

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুরে উপনির্বাচন। বর্তামনে রাজনৈতিক দলগুলি ব্যস্ত উপনির্বাচন নিয়েই। কিন্তু এরই মাঝে বিজেপিতে ভাঙন। বিজেপির সব পদ থেকে ইস্তফা অভিনেতা সুমন।

কিছুদিন আগেই বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দেন বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল সুপ্রিয়র পর এবার সুমন। এদিন দলীয় দফতরে গিয়ে বিজেপি সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন সুমন বন্দোপাধ্যায়।

ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, """আমার ব্যস্ততা বেড়েছে। দলকে সময় দিতে পারছি নাই। তাই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলাম """।

অপরদিকে বর্তমানে। জোর কদমে চলছে ভবানীপুর উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শহর জুড়ে। কারণ মাঝে আর একটা দিন তারপরেই উপনির্বাচন।

মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রাজিয়া সুলতানা, সিধুকে বললেন নীতির মানুষ

চন্ডীগড়, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মাত্র দু"দিন আগেই পঞ্জাবের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিধু-ঘনিষ্ঠ রাজিয়া সুলতানা। পঞ্জাবের জল সরবারহ ও স্যানিটেশন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছিল রাজিয়া সুলতানাকে। কিন্তু, মঙ্গলবার আচমকাই পঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন সিধু। সিধুর এই সিদ্ধান্তের পর রাজিয়া সুলতানাও মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন।

মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজিয়া সুলতানা জানিয়েছেন, নভজ্যোৎ সিং সিধুর প্রতি সংহতি ও শ্রদ্ধা জানিয়েই মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছি। সিধুকে নীতির মানুষ আখ্যা দিয়েছেন রাজিয়া সুলতানা। তিনি আরও বলেছেন, 'পঞ্জাব এবং পঞ্জাবিয়াতের জন্য লড়াই করছেন সিধু।' সিধু আচমকাই কেন ইস্তফা দিলেন, তা নিয়ে পঞ্জাবের রাজনীতিতে এখন শোরগোল চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কনস্টেবল পদে নিয়োগ কেলেঙ্কারি : করিমগঞ্জে সহকর্মীর হাতে গ্রেফতার তিন পুলিশকর্মী ও তাঁদের তিন সন্তান সহ সাত

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সহকর্মীর হাতেই গ্রেফতার পুলিশকর্মী। পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কেলেঙ্কারির পরদা ফাঁস করিমগঞ্জে। আর এরই সূত্র ধরে তিন পুলিশ কর্মী এবং কনস্টেবল পদপ্রার্থী তাঁদের তিন সন্তান এবং শারীরিক পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ইনফো-ক্ল্যাবের এক কর্মচারীকে সোমবার রাতে করিমগঞ্জ পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া তাঁর কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার দিনভর গ্রেফতার সাতজনকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ধৃতদের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০(বি), ৪৬৮, ৪৭১ ধারায় ৯৬২/২১ নম্বরে সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলার তদন্তকারী আধিকারিক তথা সদর থানার ওসি বিজিত দাধরা এদিন বিকালের দিকে ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করেন। তবে শারীরিক অসুস্থতার দরুন ধৃত পুলিশ উপ-পরিদর্শক বলাই চন্দ পুলিশের জিম্মায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মামলার তদন্তকারী আধিকারিক ধৃতদের রিমান্ডের জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন। আদালতের অনুমতিতে ধৃতদের দু-দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত পুলিশ কর্মীরা যথাক্রমে ইনস্পেক্টর তাপস সিনহা, সাব-ইনস্পেক্টর বলাই চন্দ, নার্সিং স্টাফ দেবাশিস সিনহা এবং পুলিশ কর্মীদের তিন সন্তান তথা কনস্টেবল পদপ্রার্থী শিবম সিনহা, আশিস সিনহা, বৈশালী চন্দ এবং ইনফো-ক্ল্যাব নামের সংস্থার কর্মচারী আজিম হাসিব। এসআই পরীক্ষার পর এবার কনস্টেবল পদের শারীরিক পরীক্ষায় সংগঠিত কেলেঙ্কারি নিয়ে পুনরায় একবার চর্চার শিরোনামে উঠে এসেছে করিমগঞ্জ। কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শারীরিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ নিজেদের সন্তানদের উত্তীর্ণ করার জন্য বাঁকা পথ অবলম্বন করেছিলেন করিমগঞ্জের তিন পুলিশ কর্মী। এ নিয়ে পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার কাছে জনৈক হাবিলদার অভিযোগ করেছিলেন। নিজেদের পদের ক্ষমতার বলে শারীরিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ নিজের সন্তানদের বাঁকা পথে উত্তীর্ণ করিয়ে নিয়েছেন। এতে শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েছিলেন। জনৈক হাবিলদার পুলিশ সুপারের কাছে এমনই অভিযোগ করেছিলেন। চলতি মাসের পাঁচ তারিখ শহরের সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে কনস্টেবল পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার শারীরিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পুলিশ সুপার নিয়োগ প্রক্রিয়ার শারীরিক পরীক্ষার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে উত্থাপিত অভিযোগ নিয়ে নিশ্চিত হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার করিমগঞ্জ পুলিশ তিন পুলিশ কর্মী এবং তাঁদের কনস্টেবল পদপ্রার্থী তিন সন্তান এবং পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ইনফো-ক্ল্যাবের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করে। শারীরিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন প্রার্থী এই কেলেঙ্কারির বিষয় নিয়ে সরব হয়েছিলেন। পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে এই সাফল্য লাভ করেন। শারীরিক পরীক্ষা প্রক্রিয়া সিসি ক্যামেরায় বন্দি ছিল। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পুলিশ সুপার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে কেলেঙ্কারির বিষয়ে নিশ্চিত হন। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া।

উত্তরপ্রদেশ: বরিষ্ঠ আইএএস ইফতিখারউদ্দিনের ধর্মান্তর ও উগ্রপন্থার তদন্তে গঠিত হল এসআইটি

ডিজি সিবিসিআইডির নেতৃত্বে তিন সদস্যের দলে আছেন কানপুর জোনের এডিজি ভানু ভাস্করও

লখনউ/কানপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কানপুরে বরিষ্ঠ আইএএস মোহম্মদ ইফতিখারুদ্দিনের সরকারি বাসভবনে কট্টর ধর্মান্ধতার শিক্ষার বিষয়ে কড়া নজর দিয়েছে যোগী সরকার। ভাইরাল ভিডিও মামলার এসআইটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। সিবিসিআইডির ডিজির সভাপতিত্বে এসআইটি গঠন করা হয়েছে। এরা সাত দিনের মধ্যে তদন্ত করবে এবং সরকারের কাছে মামলার রিপোর্ট জমা দেবে।

সম্প্রতি বরিষ্ঠ আইএএস অফিসার মোহম্মদ ইফতিখারুদ্দিনের কঠোর ধর্মান্ধতার পাঠ পড়ানর একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। একজন বরিষ্ঠ আইএএস অফিসারের সরকারি আবাসনে মুসলিম মৌলবাদীদের আমন্ত্রণ করে ধর্ম পরিবর্তন এবং ইসলামের ধর্মান্ধতার পাঠ শেখানোর ভিডিও সামনে আসার পর তোলপাড় শুরু হয়েছে। এই বিষয়টিকে সরকারী পর্যায়ে একজন আইএএসের কাজকে খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে আইএএস ফতিখারুদ্দিন নিজের সরকারি বাসভবনে কয়েকজন মুসলিম ধর্মগুরুর সঙ্গে কথা বলছেন। আইএএস আধিকারিককে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, ''বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করুন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব...'' দাবি করা হয়, ইফতিখারুদ্দিন যখন কানপুরের কমিশনার ছিলেন, এই ভিডিও তখনকারর। তিনি মৌলানাদের নিজের সরকারি বাসভবনে ডেকে এই পাঠশালার আয়োজন করতেন বলে অভিযোগ। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর অভিযোগ উঠেছে যে, ইফতিখারুদ্দিন নিজের পদে থাকাকালীন কট্টরন্থার পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি ধর্মান্তকরণও করাতেন। এরপর আরও একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় এই আইএএস-এর। তাতে এক ধর্মগুরুকে একটি গল্প শোনাতে দেখা যাচ্ছে। সেখানে তিনি হিন্দুদের শেষকৃত্য নিয়ে কথা বলছেন। সেখানে আইএএস অফিসার ইফতিখারুদ্দিনকেও দেখা যাচ্ছে। ধর্মগুরু বলছেন, মৃত্যুর পর মা-বোনদের জ্বালিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে এক হিন্দু ইসলাম ধর্ম আপন করে নেন।

যোগী সরকার এই এবিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য হুমকি। সরকারি পর্যায়ে স্বরাষ্ট্র বিভাগ তিন সদস্যের বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করেছে এবং বিষয়টি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সিবিসিআইডি ডিজি জিএল মীনার সভাপতিত্বে এসআইটি গঠন করা হয়েছে। এতে সরকার অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক (এডিজি) কানপুর জোনের ভানু ভাস্করকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। সরকার এসআইটি থেকে সিনিয়র আইএএস ইফতেখারুদ্দিনের ভবনে মৌলবাদ প্রচারের পর্বের প্রতিবেদন পাঠাতে সাতদিনের সময় দিয়েছে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি খুবই গুরুতর, উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হচ্ছে উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্যও সিনিয়র আইএএস -এর এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন, বিষয়টি খুবই গুরুতর। একজন আইএএস পদে থাকাকালীন এটি করা হচ্ছে সরকারি কর্মচারীর সমস্ত সীমা অতিক্রম করার মানসিকতার প্রদর্শন।ইতিমধ্যেই কর্মকর্তাদের উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কানপুর পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে বরিষ্ঠ আইএএস মোহম্মদ ইফতিখারউদ্দিনের সরকারি বাসভবনে উগ্র ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের তিনটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এর মধ্যে একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ইফতেখারউদ্দিন নামে একজন মুসলমানকে মৌলবাদের কথা বলতে ও শোনা যায়। এই সময় ইফতিখারউদ্দিন মাটিতে বসে আছেন। এই বিষয়টি সামনে আসার পর কানপুরের পুলিশ কমিশনার অসীম অরুণ পুরো পর্বের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়টি তদন্তের দায়িত্ব অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (পূর্ব) সোমেন্দ্র মীনার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিরোধী শূন্য হওয়ার পথে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ, দুই কংগ্রেস সদস্যের একজন বিজেপিতে

হাফলং (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিরোধী শূন্য হওয়ার পথে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ। ৩০ সদস্য বিশিষ্ট উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে ২৮ জন বিজেপি সদস্য থাকার বিপরীতে বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দুই। কিন্তু এবার দল ত্যাগ করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের কংগ্রেস সদস্য জয়সিং দুরুং বিজেপিতে যোগদান করেছেন। ফলে পার্বত্য পরিষদে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে একজনে।

পার্বত্য পরিষদে এখন মাত্র কংগ্রেস সদস্য হিসেবে রয়েছেন ড্যানিয়েল লাংথাসা। এবার ড্যানিয়েল লাংথাসাকে বিজেপি দলে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা। দেবোলাল গারলোসা বলেন, ড্যানিয়েল লাংথাসা যদি বিজেপিতে আসতে দিতে চান, তা-হলে তাঁর জন্য দরজা খোলা রয়েছে। মঙ্গলবার ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের গরমপানি পরিষদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের কংগ্রেস সদস্য জয়সিং দুরুং কংগ্রেস ত্যাগ করে অনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপি দলে যোগদান করেন। মঙ্গলবার জয়সিং দুরুংকে বিজেপি দলে স্বাগত জানান বিজেপির জেলা সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন, পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা পরিষদের অধ্যক্ষ রাণু লাংথাসা সহ বিজেপির দলীয় অন্য নেতৃবর্গ।

এদিকে পরিষদের কংগ্রেস সদস্য জয়সিং দুরুং দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে বলেন, ২০০৯ সাল থেকে তিনি কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত পরিষদীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকেটেই তিনি জয়ী হয়ে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, গরমপানি এলাকার মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে তাঁকে জয়ী করে পার্বত্য পরিষদে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গত আড়াই বছর বিরোধীর আসনে থেকে তিনি গরমপানির মানুষের উন্নয়নে কিছুই করতে পারেননি। তাই গরমপানির উন্নয়নের স্বার্থে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জয়সিং দুরুং বলেন, অসম সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কংগ্রেস দলের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের বহু নেতা এখন বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজ দেখে। এমন-কি অসমের দুই পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলংয়ে কংগ্রেসের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। ডিমা হাসাও জেলায় ডিমাসা জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে কংগ্রেস শোচনীয় প্রদর্শন করেছে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, পাহাড়ে কংগ্রেসের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার দিকে। তাই কংগ্রেসকে পাহাড়ে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এই অবস্থায় জনগণের উন্নয়নের স্বার্থেই এবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছি, বলেন জয়সিং দুরুং।

এবার বিজেপি দলের অনুশাসন ও দলীয় নেতা কর্মী এবং পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসার নির্দেশে দলের স্বার্থে তিনি কাজ করে যাবেন বলে অঙ্গীকার করেন জয়সিং দুরুং।

এদিকে পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা পরিষদের কংগ্রেস সদস্য জয়সিং দুরুংকে বিজেপি দলে স্বাগত জানিয়ে বলেন, কংগ্রেস ছেড়ে জয়সিং দুরুং বিজেপি দলে যোগ দেওয়ায় এবার দল আরও শক্তিশালী হবে। পরিষদের গরমপানি এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য জয়সিং দুরুংকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যাবেন বলে জানান দেবোলাল গারলোসা।

কংগ্রেস ত্যাগ করে জয়সিং দুরুং বিজেপি দলে যোগ দেওয়ায় এবার ৩০ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য পরিষদে বিজেপির সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৯ এবং বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা নমে এক-এ এসেছে। অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র সমরজিৎ হাফলংবার বলেন, কংগ্রেস নেতা জয়সিং দুরুংয়ের কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া দলের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। বলেন, পরিষদের কংগ্রেস সদস্য জয়সিং দুরুং তাঁর সতীর্থ কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসাকে ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে জয়সিং দুরুং দল ছাড়লে দলের তৃণমূল স্তরের কর্মী এবং মণ্ডল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে দাবি করে সমরজিৎ হাফলংবার বলেন, দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী জয়সিং দুরুংয়ের সদস্য পদ খারিজ করার জন্য পার্বত্য পরিষদের অধ্যক্ষের দ্বারস্থ হবে দল। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে আইনের দ্বারস্থ হবে কংগ্রেস, বলেন সমরজিৎ হাফলংবার।

৩-দিনের সফরে গুজরাটে মোহন ভাগবত, ঠাসা কর্মসূচি সঙ্ঘ প্রধানের

আহমেদাবাদ, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ঠাঁসা কর্মসূচি নিয়ে গুজরাটের সুরাট শহরে এলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। ৩-দিনের সফরে বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগর্গের সঙ্গে কথা বলবেন সঙ্ঘ চালক মোহন ভাগবত। মঙ্গলবার সকালেই সুরাটে পৌঁছন মোহন ভাগবত। পরবর্তী দু"দিন সুরাটের বিষয়টি ব্যক্তিগর্গের সঙ্গে কথা বলবেন মোহন ভাগবত। কথা বলবেন চিকিৎসক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। আরএসএস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও রকম পাবলিক প্রোগ্রাম নেই সরসঙ্ঘচালকের এই সফরে। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গুজরাটেই থাকবেন মহান ভাগবত। মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের পর এই প্রথম গুজরাটে এলেন মোহন ভাগবত।

গ্রেফতার করিমগঞ্জ জেলার অন্যতম জমির দালাল নিলামবাজারের হাজি ফখর উদ্দিন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কড়া নির্দেশে জমি দালালদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে করিমগঞ্জ জেলার অন্যতম এক জমির দালাল নিলামবাজারের হাজি ফখর উদ্দিনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। নিলামবাজারের যাত্রাপুর রোডে অবস্থিত তাঁর নিজের বাড়ি থেকে পুলিশ ফখর উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে। খোদ জেলাশাসকের দায়েরকৃত জমি দালালদের বিরুদ্ধে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নিলামবাজারের কুখ্যাত জমি দালাল হাজি ফখর উদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিলামবাজারের অন্য আরেক ভূ-মাফিয়া তথা জমি দালাল হাজি আবুল হুসেনের খোঁজেও পুলিশ তাঁর বাড়িতে তাল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে বাড়িতে না পেয়ে পুলিশকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের মেধাবিলের প্রায় তিনশো বিঘা জমি জবরদখল করে নেওয়ার অভিযোগে ভূ-মাফিয়াখ্যাত হাজি আবুল হুসেনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে বলেও জানা গিয়েছে। ধৃত জমি দালাল হাজি ফখর উদ্দিন একসময় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও আসীন ছিলেন ফখর উদ্দিন।

মামলার তদন্তকারী আধিকারিক তথা সদর থানার ওসি বিজিত দাধরা জানিয়েছেন, ধৃত ফখর উদ্দিন আজ পুলিশের জিম্মায় থাকবেন। আগামীকাল তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। জমি দালালদের বিরুদ্ধে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান যে অব্যাহত থাকবে তা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন সদর থানার ওসি বিজিত দাধরা। ঘরবাড়ি ছেড়ে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বাঁচা সম্ভব হবে না। ধরা তাঁদের দিতেই হবে বলে চরম হুঁশিয়ারি দেন মামলার তদন্তকারী আধিকারিক তথা সদর থানার ওসি।

মুখ্যমন্ত্রীর তালিকা অনুযায়ী দক্ষিণ করিমগঞ্জে প্রায় অর্ধশতাধিক জমি দালাল রয়েছেন। এদের মধ্যে সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক ব্যক্তি থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীও রয়েছেন। পুলিশের ভয়ে জমি দালালির সঙ্গে জড়িত রাঘব বোয়ালদের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। বিগত দিনে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে যারা জমির দালালি করে বিশাল অবৈধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সাহসী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে সাধারণ জনগণ মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জানাতে কসুর করছেন না। সেই সঙ্গে অবৈধ উপায়ে জমি দালালদের কামাইকৃত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে করিমগঞ্জ জেলার সুশীল সমাজ।

হাইলাকান্দির বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক হিসেবে পুনর্বহাল হীরালাল বরা

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চাকরিতে পুনর্বহাল হলেন হীরালাল বরা। হাইলাকান্দি জেলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক (আইএস) হিসেবে পুনর্বহাল হয়েছেন তিনি।

২০০৫ সালে শিক্ষা বিভাগের নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছিল গুয়াহাটির মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা (ডিএসই) কার্যালয়ের তদানীন্তন ডেপুটি ডিরেক্টর হীরালাল বরার। পরে এ নিয়ে তদন্ত ঘোষণা করে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার। পরবর্তীতে হীরালাল বরাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর পর ফের চাকরি ফিরে পান হীরালাল।

চলতি মাসে সরকার তাঁকে ওদালগুড়ি জেলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক করে পুনর্বহাল করে। যদিও তিনি সেখানে যোগদান করেননি। পরে তাঁকে হাইলাকান্দি জেলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক করে পাঠানো হয়। আর সে অনুসারে তিনি প্রান্তিক জেলা হাইলাকান্দির আইএস-এর দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত আইএস ইকবাল হুসেন বড়ভুইয়াঁর কাছ থেকে।

উল্লেখ্য, হাইলাকান্দির স্থায়ী আইএস রাজীব কুমার ঝা ২০২০ সালের মে মাসে এই জেলা থেকে বদলি হলে বিদ্যালয়সমূহের উপ-পরিদর্শক (ডিআইএস) ইকবাল হুসেন বড়ভুইয়াঁ ভারপ্রাপ্ত আইএস হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

তবে হাইলাকান্দির আইএস অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হীরালাল বরা দায়িত্ব নিয়েই ফের ছুটিতে গিয়েছেন।

করিমগঞ্জের রায়নগরে হার্টকেয়ার অ্যাওয়ারনেস এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ সেঞ্চুরিয়ান এবং লিও ক্লাব অব করিমগঞ্জের যৌথ ব্যবস্থাপনায় শহরের রায়নগরে অবস্থিত বিবেকানন্দ এলপি স্কুলে হার্টকেয়ার অ্যাওয়ারনেস এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হার্টকেয়ার সচেতনতা শিবিরে জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক কিঙ্করলাল পাল প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন। কীভাবে হার্টকে সুস্থ রাখতে হয়, সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন তিনি। এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে ব্লাড প্রেশার এবং ইসিজি ছাড়াও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বাহান্ন জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় আজকের শিবিরে।

শিবিরে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডা. কিঙ্করলাল পাল, ডা. নাসরিন সহ শহরের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক। ক্লাবের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ সেঞ্চুরিয়ানের সভাপতি নির্মল বণিক, নির্মল ভোরা, শশী গং, মনোজ গং, ডা. সুপর্ণা পাল, নির্মল আচার্য, জশকরণ তাঁতের, লিও ক্লাবের সভানেত্রী পল্লবী দেব, উদয় শংকর, লিটন জৈন। স্বাস্থ্য শিবিরকে সার্থক ও সফল করে তুলতে যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, স্থানীয় রায়নগরের সেই সকল যুবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ক্লাব সভাপতি নির্মল বণিক।

পঞ্জাবে মন্ত্রিত্ব বন্টন, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্বে পেলেন ও পি সোনি

চন্ডীগড়, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মন্ত্রিত্ব বন্টন হল পঞ্জাবে। ভিজিল্যান্স, ন্যায়বিচার ও সিভিল এভিয়েশন দফতর নিজের হাতেই রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। স্বরাষ্ট্র, কোঅপারেশন ও কারাগার মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুখজিন্দর সিং রানধাওয়াকে। পঞ্জাবের অপর মুখ্যমন্ত্রী ও পি সোনির হাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ডিফেন্স সার্ভিস ওয়েলফেয়ার মন্ত্রক।

এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত এবং পশুপালন দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছে তৃপ্ত রাজিন্দর সিং বাজওয়াকে, রাজস্ব, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন অরুণা চৌধুরী। জলসম্পদ, হাউসিং ও আরবান ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব পেয়েছেন সুখবিন্দর সিং সাকারিয়া। প্রযুক্তি শিক্ষা ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী হয়েছেন রাণা গুরজিৎ সিং। জল সরবারহ ও স্যানিটেশন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দফতর রাজিয়া সুলতানার হাতে। পূর্ত মন্ত্রী হয়েছেন বিজয় ইন্দের সিংলা। এছাড়াও আরও বেশ কিছু মন্ত্রিত্ব বন্টন করা হয়েছে মঙ্গলবার।

৩৫টি গুণসম্পন্ন শস্য দেশকে উৎসর্গ, মোদী বললেন কৃষকদের জীবনে আমূল পরিবর্তনই লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও গুণমানসম্পন্ন শস্যের জাত দেশকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৩৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত শস্যের জাত দেশকে উৎসর্গ করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কৃষকদের জীবনে আমূল পরিবর্তনই আনাই সরকারের লক্ষ্য। কৃষক স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তাও এদিন জানান প্রধানমন্ত্রী। প্যান ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের অধীনে এই অনুষ্ঠান সমস্ত ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (আইসিএআর) ইনস্টিটিউট, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। ৩৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত শস্যের জাত দেশকে উৎসর্গ করার পাশাপাশি এদিন ছত্তিশগড়ের রায়পুরে নবনির্মিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োটিক স্ট্রেস টলারেন্স ক্যাম্পাসও দেশকে উৎসর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গ্রিন ক্যাম্পাস পুরস্কার বিতরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ইডি-র জেরা শেষ, অনিল পরব বললেন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অর্থ তছরুপ মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন শিবসেনা নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী অনিল পরব।মঙ্গলবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার প্রাক্কালে অনিল পরব জানান, আমি তদন্তে সহযোগিতা করব। ইডি-র জেরা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, তদন্তকারী সংস্থার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আমি।

অর্থ তছরুপ মামলায় অনিল পরবকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি। সেই সমন পাওয়ার পর মঙ্গলবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দেন তিনি। এদিন সকালে ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার প্রাক্কালে তিনি জানান, 'আমি তদন্তে সহযোগিতা করব। আমি অন্যায় কিছু করিনি।"''' জেরা শেষে তিনি জানিয়েছেন, 'সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।'

দেশভক্তি পাঠ্যক্রমের সূচনা কেজরিওয়ালের, বুধ থেকেই পড়ানো হবে স্কুলে

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির সমস্ত স্কুলে দেশভক্তি পাঠ্যক্রমের সূচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার দেশভক্তি পাঠ্যক্রমের সূচনা করার পর কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'আমাদের এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে শিশুরা সর্বদা দেশপ্রেমের পরিবেশে থাকে। আমরা এখন দেশপ্রেমিক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী প্রভৃতি তৈরি করব।'কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, বুধবার থেকেই দিল্লির স্কুলে পড়ানো হবে দেশভক্তি পাঠ্যক্রম। এবার থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশপ্রেমিক ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, ডাক্তার তৈরি করবে। অর্থ উপার্জনের কথা তাঁরা চিন্তা করবেন না, কীভাবে দেশে সেবা করা যায় এটাই হবে তাঁদের চিন্তার বিষয়।'

পাথারকান্দি রেল স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে জিএম সকাশে ডেভেলপমেন্ট কমিটি

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি রেলওয়ে স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নত করে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা এবং এই রেলস্টেশনে দূরপাল্লার সব যাত্রীবাহী ট্রেনের স্টোপেজ দেওয়ার দাবি জানিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বিবি পাণ্ডের হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়েছে পাথারকান্দি ডেভেলপমেন্ট কমিটি। গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দফতরে কমিটির অন্যাতম সদস্যবিজয় বণিক ও কৃষ্ণ দেবনাথের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ সংক্রান্ত এক স্মারকপত্র তুলে দেন। প্রদত্ত স্মারকপত্রে তাঁরা লিখেছেন, বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগেও পাথারকান্দি রেল স্টেশনে মান্ধাতা আমলের পরিকাঠামো বিদ্যমান। ফলে যাত্রীদের নানান দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পাথারকান্দির প্রাচীন এই রেলস্টেশনে যাত্রী পরিষেবার জন্য নেই কোনও সুবন্দোবস্ত। বর্ষার মরশুমে সামান্য ঝড়বৃষ্টিতে যাত্রীদের বিশ্রামঘরে হাঁটু জল জমে যায়। অভাব রয়েছে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং শৌচালয়ের।অথচ একসময় এই রেলস্টেশন থেকে সরকার বছরে কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায়ে সচেষ্ট ছিল। তাই বৃহত্তর এলাকার যাত্রী সুরক্ষা ও তাঁদের সুষ্ঠু পরিষেবা দিতে বর্তমানে রেল স্টেশনটিকে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে স্মারকপত্রের মাধ্যমে দাবি জানান তাঁরা।তাঁদের দাবি অতিসত্বর পূরণ করতে বিভাগীয় তরফ থেকে জেনারেল ম্যানেজার বিবি পাণ্ডে সব ধরনের চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

দেশের সব রাজ্যের জন্য ধাপে ধাপে স্কুল খোলার সুপারিশ আইসিএমআর-এর

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ধাপে ধাপে স্কুল খোলার সুপারিশ করলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর। দেশের সব রাজ্যের জন্যই এই সুপারিশ করেছেন আইসিএমআর-এর বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রাথমিক স্তর থেকে এ বার ধাপে ধাপে স্কুল খোলা শুরু হোক। পরের ধাপে খোলা হোক মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলি। তার পর উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুল।

করোনা কারনে টানা প্রায় দেড় বছর বন্ধ রয়েছে দেশের স্কুলগুলি। এই থাকার পর ধাপে ধাপে স্কুল খোলার সুপারিশ করলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)। দ্য ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে আইসিএমআর-এর বিশেষজ্ঞরা দেশের সর্বত্র স্কুল খোলার প্রক্রিয়া শুরুর প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা 'ইউনেস্কো'র একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টের নির্যাসটুকু তুলে ধরেছেন। ইউনেস্কোর সেই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, করোনা পরিস্থিতিতে ভারতের সবক'টি রাজ্যে টানা ৫০০ দিনেরও বেশি স্কুল বন্ধ থাকায় ৩২ কোটিরও বেশি শিশুর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তাদের পড়াশোনা এক রকম লাটে উঠে গিয়েছে। কারণ, এই শিশুরা স্কুলে গিয়ে যে নিয়মকানুনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়াশোনা করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, করোনা পরিস্থিতিতে দীর্ঘ দিন স্কুল বন্ধ থাকায় তাদের সেই অভ্যাসটা বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'রিওপ্নিং অব স্কুলস ডিউরিং কোভিড-১৯ প্যানডেমিক: আ পারসিস্টেন্ট ডায়লেমা' শীর্ষক নিবন্ধে আইসিএমআর-এর বিশেষজ্ঞরা লিখেছেন, 'এ দেশের স্কুলস্তরের শিক্ষাব্যবস্থা যে ধরনের তাতে আমাদের হাতে এমন প্রচুর তথ্যপ্রমাণ এসেছে, যা বলছে অতিমারির আগের পর্বে যেমন চলছিল স্কুলগুলির ফের অবিলম্বে সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত। সেই কাজ শুরু হওয়া উচিত ধাপে ধাপে। প্রাথমিক স্তর দিয়ে সেই কাজ এখনই শুরু করে দেওয়া জরুরি।'দ্য ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এ প্রকাশিত নিবন্ধটি লিখেছেন আইসিএমআর-এর তিন বিশেষজ্ঞ তনু আনন্দ, বলরাম ভার্গব ও সমীরণ পাণ্ডা।

তাঁরা অবশ্য ওই নিবন্ধে এও লিখেছেন, 'তবে ধাপে ধাপে স্কুল খোলার প্রক্রিয়া শুরুর আগে প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে তথ্যা জোগাড় করে খতিয়ে দেখতে হবে সেই সব রাজ্যের ওই সব জেলায় দ্বিতীয় তরঙ্গের সংক্রমণের হার কেমন ছিল। সেই সব জেলায় কত জন প্রাপ্তবয়স্কের টিকাকরণ হয়েছে। সেখানকার জনসংখ্যার কত শতাংশ। যাতে বোঝা যায় ওই সব জেলা সম্ভাব্য তৃতীয় তরঙ্গ রুখতে কতটা সক্ষম হবে। তারই ভিত্তিতে ধাপে ধাপে সেই সব জেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে স্কুল খোলার কাজ শুরু করে দিতে হবে অবিলম্বে।'

কংগ্রেস একটি বড় জাহাজের মতো, রাহুলের দলে যোগ দিয়ে বললেন কানহাইয়া কুমার

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রাক্তন সিপিআই নেতা কানহাইয়া কুমার। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কানহাইয়া বললেন, কংগ্রেস দল একটি বড় জাহাজের মতো। মঙ্গলবার কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কানহাইয়া কুমার বলেছেন, 'যদি কংগ্রেসকে বাঁচানো যায়, তাহলে আমার বিশ্বাস অনেক মানুষের আকাঙ্ক্ষা, মহাত্মা গান্ধীর একত্ব, ভগৎ সিংয়ের সাহস এবং বি আর আম্বেদকরের সমতার ধারণাও সুরক্ষিত থাকবে। এজন্যই কংগ্রেসে যোগদান করেছি।' কাঁচাই আরও বলেছেন, 'আমি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার নেপথ্যে কারণ হল, আমি মনে করি একটি চিন্তাধারা ভারতের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ভবিষ্যতকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। কোটি কোটি তরুণ মনে করছেন, কংগ্রেসকে বাঁচানো ছাড়া এই দেশকে বাঁচানো যাবে না।'

মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন গুজরাটের বিধায়ক জিগনেশ মেওয়ানিও। জিগনেস এদিন বলেছেন, 'আমি একজন নির্দল বিধায়ক, যদি আমি কোনও দলে যোগদান করি, তাহলে আমি একজন বিধায়ক হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে পারব না ... আমি আদর্শগতভাবে কংগ্রেসের অংশ, আসন্ন গুজরাট নির্বাচন কংগ্রেসের প্রতীকে লড়ব।'

দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুজোর মুখে ফের জ্বালানির দাম বাড়াল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। করোনা পরিস্থিতিতে যখন নাগরিকদের পকেটে টান পড়েছে, সেই সময় ফের জ্বালানির দাম বাড়ায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে বেড়েছে ২১ পয়সা। সেখানে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে বেড়ে হয়েছে ১০৭.৪৭ টাকা। ডিজেলের দামও প্রতি লিটারে ২৭ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৯৭.২১ টাকা। দিল্লিতেও বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে প্রতি লিটারে ২০ ও ২৫ পয়সা। রাজধানীতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে বেড়ে হয়েছে ১০১.৩৯ টাকা। ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে বেড়ে হয়েছে ৮৯.৫৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মায়ের মৃতদেহ শেষকৃত্যে অনিহা ছেলেদের, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর।। মিনতি বর্ধনের দুই পুত্র সন্তান থেকেও না থাকার মতো অবস্থা। বড় ছেলে রুনো বর্ধন। আর ছোট ছেলে বাবুল বর্ধন। দুই জনই যার যার সংসার নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কোন ছেলেই গর্ভধারিনী মা মিনতি বর্ধনকে তাদের ঘরে রেখে লালন পালন করার মতো জায়গা হলো না। যে মা দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে নিজে না খেয়ে বড় করে তুলেছে তাদেরকে। সেই মা মারা যাওয়ার পরেও মুখাগ্নি করার জন্য এগিয়ে আসতে রাজি নয় ছেলেরা। এর পর স্থানীয় ইউনিটি ক্লাবের এবং এলাকাবাসীদের চাপের মুখে ছেলে বাবুল বর্ধন এগিয়ে আসে মায়ের সৎকারে। বড় ছেলে রুনো বর্ধন মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও একটি বারের জন্যও মৃত মায়ের মুখ দর্শন করতে আসেনি। ঘটনা বিলোনিয়া রামঠাকুর পাড়াতে। মিনতি বর্ধনের দুই ছেলে থাকতেও কারোর কাছে জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে রাম ঠাকুর পাড়ার একটি বস্তিতে তিনি একাই থাকতেন। গতকাল সন্ধ্যায় মিনতি বর্ধন এর মৃত্যুর খবর পেয়ে সাথে সাথে ছুটে আসেন স্থানীয় ইউনিটি ক্লাবের সদস্যরা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতিতে ক্লাবের দায়িত্ব প্রাপ্ত অভিভাবক মানিক দাস, তিনি নিজ হাতে ১০০০০ টাকা সৎকারের জন্য সাহায্য তুলে দেন ছোট ছেলে বাবুল বর্ধনের হাতে। অবশেষে এলাকাবাসী এবং ক্লাব সদস্যদের চাপে পড়ে ছোট ছেলে বাবুল বর্ধন সহ অন্যান্যদের সহায়তায় মিনতি বর্ধনএর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বিলোনিয়া বনকর মহাশ্মশানে।

মৌমাছি পালনের উপর কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি,শান্তিরবাজার, ২৮ শে সেপ্টেম্বর।। বগাফা কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে মৌমাছি পালনের উপর এক কর্মশালার আয়োজন করাহয়। মঙ্গলবার বেলা ১২ ঘটিকায় শান্তির বাজার বগাফা কৃষি দপ্তের তত্বাবধায়েক অফিসের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মৌ মাছি পালনের উপর বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করাহয়। ২০২২ সালের মধ্যে সরকার কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার পরিকল্পনা গ্রহনকরেছে। সরকারের এই সিদান্তকে সফল করতে মৌ মাছি চাষ বিশেষ ভাবে কাজ করবে। বর্তমান বাজারে মধুর চাহিদা রয়েছে। লোকজনের চাহিদামতো মধু যোদান দিতে ও মৌ মাছি চাষিদের আয় বৃদ্ধীর লক্ষ্যে বগাফা কৃষিদপ্তর বিশেষ উদ্দ্যোগ নিয়েছে। আজকে মৌ মাছি পালনের প্রশিক্ষনের পাশাপাশি আত্মা প্রকল্পের মধ্যদিয়ে ১০ জন বেনিফাসারীকে মৌ মাছি পালনের জন্য বাক্স ও মৌ মাছি ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সরঞ্জাম প্রদান করাহয়। আজকের এই সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, শান্তির বাজার কৃষিদপ্তরের সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মজুমদার, বাইখোড়া কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার দীপক দাস, জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার অসীম দের্বমা সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা। আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস। তিনি জানান এইধরনের কর্মসূচী আগামীদিনেও জারীথাকবে। বগাফা কৃষিদপ্তর কতৃক এইধরনের প্রশিক্ষন ও সামগ্রী পেয়ে খোবই আনন্দিত মৌ মাছি চাষীরা।

বর্জ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৮ শে সেপ্টেম্বর।। উদয়পুর পুর পরিষদের উদ্যোগে স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ উপলক্ষ্যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উৎযাপনের অঙ্গ হিসেবে রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় আবর্জনা পৃথকী করণের সাফাই কর্মীদের নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালা ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠান। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর মহকুমা শাসক তথা উদয়পুর পুর পরিষদের মুখ্য কার্য নির্বাহী আধিকারিক অনিরুদ্ধ রায়, সহকারী কার্যনির্বাহী আধিকারিক তন্ময় দেবনাথ, পি এন বি আর সে টি এর ডিরেক্টর অভিজিত চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন এই অনুষ্ঠানে উদয়পুর পুর পরিষদের অন্তর্গত স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো বেশ লক্ষ্যণীয়। আবর্জনা পৃথকী করণে সাফাই কর্মীদের নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালা ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তারা এই কর্মশালার গুরত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিজেপির উদ্যোগে সেবা সমর্পন দিবস উৎযাপনের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার উদয়পুরের গর্জনমুড়ায় বিজেপি ৩৩ কাকরাবন -শালগড়া মন্ডলের তফশিলি জাতি মোর্চা কমিটি। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরেও পাওরামুড়া গ্রামের মতো বিনামূল্যে ঔষধপত্র প্রদানের আয়োজন করা হয়। আজ গর্জনমুড়া খাসটিলা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কাকরাবন --শালগড়া মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিত সরকার, বিজেপি গোমতী জেলা সম্পাদিকা মানষী চক্রবর্তী, তফশিলি জাতি মোর্চার গোমতী জেলা সভাপতি গোপাল দাস সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ৩৩ কাকরাবন -শালগড়া মন্ডলের তফশিলি জাতি মোর্চার সভাপতি পরেশ দাস। আজকের এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে গোমতী জেলা হাসপাতালের সাত জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন এবং প্রয়োজন মতো ঔষধপত্র প্রদান করেন। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে স্থানীয় লোকজনদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা ও ঔষধ সরবরাহ করায় গ্রামের জনগন যারপরনাই খুশি।

গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফালেইরো এলেন কলকাতায় আজ যোগ দেবেন তৃণমূলে

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জোড়াফুল শিবিরে যোগ দিতে মঙ্গলবার শহরে হাজির হলেন গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফালেইরো।

বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদকে স্বাগত জানান তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। বুধবারই আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন গোয়ার প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা।

গুঞ্জনটা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। তবে অবশেষে সেই জল্পনার অবসানের আর বাকি মাত্র কয়েক ঘণ্টা। কংগ্রেসের সঙ্গে চার দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তিনি। কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ ছাড়ার পরপরই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূলকে। মোদীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রধান মুখ হিসেবে মনে করেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ।

বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নেত্রীকেই এখন প্রয়োজন বলে মনে করেন পোড়খাওয়া এই রাজনীতিবিদ। দিন কয়েক আগেই তিনি বলেছিলেন, "মোদীকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সূত্রে বাংলায় জিতে গিয়েছে।"

একুশের ভোটে মোদী-শাহদের একা হাতে পরাস্ত করেছেন তৃণমূলনেত্রী, দিন কয়েক আগে তৃণমূলনেত্রীর প্রশংসায় এমনও বলেছিলেন ফালেইরো। গোয়াতেও বিজেপি বিরোধিতাকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে চান তিনি, সেই কারণেই তৃণমূলে যোগ দিতে চান বলে ঘনিষ্ঠ মহলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ।

কৃষকদের নিয়ে কর্মশালা মনপাথরে

নিজস্ব প্রতিনিধি,শান্তিরবাজার, ২৮ শে সেপ্টেম্বর।। কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্দ্যোগে মনপাথর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করাহয়েছে। মনপাথর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক বিশ্বজিৎ দেবানাথের প্রচেষ্টায় আজকের এই কর্মশালার আয়োজন করাহয়। বর্তমানে যেভাবে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে এই আবহাওয়ার মধ্যে কি কি ফসল চাষকরাযায় এবং কিভাবে তা চাষ করাহবে তা নিয়ে কৃষকদের সামনে বিস্তারিত তথ্য তুলেধরলেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৃত্তিকা বিশেষঞ্জ ডঃ সঞ্জয় রায়।

বিগত বছরের তুলনায় বর্তমানে আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। বিগত বছরে শরৎতের প্রাক্কালে শীতের অনুভব করাহতো। বর্তমানে এইসময়ে গরমের অনুভব হচ্ছে। তাই পকৃতির সাথে তাল মিলেয়ে কিভাবে কৃষিকাজ করে কৃষকদের উন্নয়ন করাযায় তা নিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানে আলোচনা করাহয়। কৃষি বিঞ্জান কেন্দ্র কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস।

তাছারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক বিশ্বজিৎ দেবনাথ, মৃত্তিকা বিশেষঞ্জ ডঃ সঞ্জয় রায় সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্যশেষে বেনিফিসারী নির্ধারন করে কৃষদের মধ্যে স্প্রে মেশিন, বিভিন্নপ্রকারের গাছের চারা ও বিভিন্নপ্রকারের কৃষিজ বীজ বিতরন করাহয়। আজকের অনুষ্ঠানে আগত কৃষকদেরমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্যকরাযায়।

অস্তোরপচার

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় একটি অস্ত্রোপচারে প্রায় ৭৫ হাজার খরচ হবে, এমনটা অনুমান করা হচ্ছে। সেই হিসাবে ওই সব রোগীর অস্ত্রোপচারে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, আজ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কমলপুরে

● প্রথম পাতার পর

রাস্তার বড় বড় গর্ত গুলি ভরাট করে দেওয়া হবে। দূর্গা পূজার পর রাস্তা মেরামত করা হবে। তাছাড়া এই রাস্তার টেন্ডার হয়ে গেছে বলে জানান। এরপর গ্রামবাসীরা আশ্বাস পেয়ে দুপুর ১ টায় অবরোধ তুলে নেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন

দেয়া হবে

● প্রথম পাতার পর

৮৮টি এবং সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ২৬টি নতুন জবকার্ড যুক্ত হয়েছে।

তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, প্রতি শ্রম দিবসে ১৮৫ টাকা করে মজুরি পান টুয়েপ প্রকল্পের শ্রমিকরা। তাই তাঁদের জন্য ৫০ শ্রমদিবস তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন, উৎসবের মরশুমে এই সিদ্ধান্তে গরিব অংশের মানুষ আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হবেন।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং ধর্মনগর দমকল অফিসে খবর দেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ধর্মনগর থেকে দমকল বাহিনি ছুটে যায় এবং রক্তাপ্লুত আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বাইক ও স্কুটি চালকের আঘাত গুরুত্বর বলে জানাগেছে।বর্তমানে উভয়েই ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মিলেছে শুধু গালভরা আশ্বাস। বিদ্যালয়ে রয়েছেন ৯ জন শিক্ষক। ডেপুটেশনে চলে যায় অংক ও বিজ্ঞানের দুই জন শিক্ষক অন্য বিদ্যালয়। সেখানে রয়েছেন মাত্র ৭ জন শিক্ষক। এমনটাই অভিযোগ।

লকডাউনের বিদ্যালয় খোলার পর সাবজেক্ট টিচারের ঘাটতি থাকায় নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস হয়নি। অংক ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক না থাকায় নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা ম্যানেজার সবচাইতে বেশি সম্মুখীন।

ছাত্রীরা জানান, বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত অংক ও বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো শিক্ষক নেই। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির লকডাউন এরপর একটি ক্লাস হয়নি। একজন অংক বিষয়ক শিক্ষক ছিল। তাকে ডেপুটেশনে অন্য বিদ্যালয় নিয়ে যাওয়া হয়। এমন অবস্থায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে সড়ক অবরোধ করে বসে।

এবার পূজায়

● প্রথম পাতার পর

কারফিউয়ের সময় নির্ধারণ করা হবে। প্রতিমা বিসর্জনের নির্দেশনা সহ ত্রিপুরা সরকার একটি নয়-দফা নির্দেশিকাও জারি করেছে যাতে ক্লাব এবং আয়োজকদের জন্য পদ্ধতি এবং প্রোটোকল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ক্লাবগুলিকে ন্যূনতম সংখ্যক যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে এবং সর্বাধিক ৩০ জনকে বিসর্জনে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অন্যদিকে পুলিশ এবং বেসামরিক প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে যে মিছিলের সময় রাস্তার পাশে কোনো জনসমাগম যাতে না হয়। এদিকে, আগামীকাল সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আগরতলা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করবেন।

মেজাজ

● প্রথম পাতার পর

মান্ধাতার ঐতিহ্যকে ধরে রাখবে বলেও জানান।

অপরদিকে কল্লোল মালাকার নামে এক মৃত শিল্পী জানান, আর্থিক মান্দার মাঝেও তাঁরা তাঁদের পেশাটাকে অঁকড়ে ধরে রেখেছেন।তবে অনান্য বছরের তুলনায় এবছর মুনাফাটা কম হবে বলে জানান মৃত শিল্পী কল্লোল মালাকার।তবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সহযোগিতা পেলে উক্ত এলাকার মৃত শিল্পীরা ভবিষ্যতে আরেকটু স্বাবলম্বী হতে পারবেন বলে জানান।

এদিকে, শরতের ভোরে আগমন ধানের কচি ডগায় শিশির বিন্দু গুলো যেন এক একটি মুক্তো। শিউলি ফুল কড়োনোর জন্য সাজি হাতে নিয়ে কচি কাঁচাদের কল তাসে দোলা দিচ্ছে কাশ ফুল, আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা। প্রকৃতি যেন আজ নবরূপে সেজে ওঠেছে। দুর্গা পূজার প্রতিক্ষার বার দিন বাকি রইল। বাঙালির তের পার্বণের মধ্যে অন্যতম পার্বণ হচ্ছে শারদীয়া উৎসব। কুমোর বাড়িতে, পাল বাড়িতে, আচার্য্য বাড়িতে, ব্যস্ত মৃৎ শল্পীরা প্রতিমা তৈরীতে। কাঁচা মাটির ডেলা দিয়ে নানান রঙের মূর্তি বানান মৃৎশিল্পি কারিগররা। বক্সনগর এলাকার মধ্যে বহু পুরানো ঐতিহ্যবাহী মূর্তির কারিগর হিসেবে সর্ব প্রথম নামটি হচ্ছে মানিক্যনগর নিবাসী পাঁচ নং ওর্য়াডের বাসিন্দা নেপাল পাল। তিনি জানান, উনার জান্ম স্থান পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলা ইউনিয়নভুক্ত নবীনগর থানা এলাকার ভোলাচং গ্রামে ১৯৩৯ সালে। ১৯৬৪ সনে আমার বাপ দাদার ভীটে মাটি ছেড়ে, কাকু এবং জ্যেঠুর সঙ্গে আগরতলা শিবনগর শরনার্থি কেম্পে ছিলাম।

যখন আমার বয়স ১২ তখন থেকেই মৃৎশিল্পি কাজে বাবা দাদুর সঙ্গে হাতে খড়ি।বিবাহ সুত্রে মানিক্য নগরের বাসিন্দা। বর্তমানে ৮২বছর চলছে, বয়সের ভারে নুজ্জ। তারপরেও সংসারের ঘানি টানতে মূর্তির কাজ করতে হচ্ছে। বাজারে চলছে দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া। মূর্তি তৈরী করতে সাজসরঞ্জামগুলোর দাম দ্বিগুন হয়ে গেছে। অতিমারী রাক্ষস করোনা পূর্বে মূর্তি বানিয়ে দুচারটা পয়সা উর্পাজন করেছিলাম ভালই। কিন্তু আজ দুবছর করোনা মহামারির গ্রাসে সংসারজীবন তছনছ হয়ে গেল। আগে আঠারো কুড়িটি দুর্গা কাঠামের বায়না আসতো। এই বৎসর মাএ সাতটি দুর্গা প্রতিমা তৈরির অর্ডার পড়েছে। সংসারের ছয়মাস চলে মূর্তির কাজ দিয়ে। আর বাকি ছয়মাস চলে কৃষি চাষাবাদ করে। পরিবারে ৬জন সদস্য। এখন মূর্তি কাজে লাভ নেই। তবুও ঐতিহ্যবাহী পেশা হিসেবে এটাই একমাএ কর্ম। বড়ই অভাবে দিন যাপন করছি। ভাতা পাই মাএ একহাজার টাকা।

সরকারের নিকট তিন হাজার টাকা করে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন। বক্সনগর এলাকার মধ্যে আরও একজন মৃৎশিল্পী হিসাবে নবীন বয়সে খ্যাতি অর্জন করছেন। তিনি হলেন উত্তর কলমচৌড়া বাগানবাড়ির এক নং ওর্য়াডের বাসিন্দা অতিনদ্র সরকার। তার বয়ষ মাএ চল্লিশ। উনার কনো মূর্তি তৈরির কাজ করতে শিক্ষা গুরু নেই। স্পূর্ণ মৃৎ শিল্পীর কাজটি তিনি নিজের দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও চোখেঁর আন্দাজে নিজের দখলে নিয়েছেন। আট বছর ধরে প্রতিমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত। সংসারে পাঁচজন লোক। ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী কেনাকাটা করে, আকাশ ছোঁয়া জিনিস পএ ক্রয় করে সংসার চালাতে খুবই কস্ট হয়। এখন পর্যন্ত দুটি মূর্তির কাঠামো বায়না এসেছে। কি যে হবে ভাবা যায় না। বাজার খুবই মন্দা। তবুও আশা নিয়ে প্রতিক্ষা বসে আছি শেষ তুলির টানে কিছু উর্পাজন হয় কিনা।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

জালে অজগর সাপ। খবর দেওয়া হয় তৃষ্ণা বনদপ্তরে কর্মীদের। বন দপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসে অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বনদপ্তরে। মঙ্গলবার সাতও সকালে এই অজগর সাপটি উদ্ধার হয় সুজিত মল্লিক ওরফে রামুর বালুর ঘাট সংলগ্ন মুহুরী নদী থেকে। বিলোনিয়া গাঙ্গাইল রোড এলাকার মুহুরী নদী সংলগ্ন এই বালুর ঘাট। খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের লোকজনেরা অজগর সাপটিকে দেখতে ভীড় জমায়। জানা যায় স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বল দত্ত নামে এক ব্যাক্তি বালুর ঘাট সংলগ্ন মুহুরী নদীতে মাছ ধরার জন্য মাছের জাল পেতে রাখে গতকাল রাতে। মঙ্গলবার সকাল বেলায় মাছের জালে মাছ পরেছে কিনা তা দেখার জন্য যাওয়ার পর, দেখে মাছের জালে অজগর সাপ আটকে আছে। খবর দেয় হয় এলাকার স্থানীয় লোকজনদের ও তৃষ্ণা বনদপ্তরে। খবর পেয়ে বালুর ঘাটে ছুটে আসে লোকজন ও বনদপ্তরের কর্মী , বিলোনিয়ার বিট অফিসার অজিত সরকার। অবশেষে উজ্জ্বল দত্ত ও অমর বৈদ্য মিলে মুহুরী নদী থেকে জাল তুলে নিয়ে আসে বালুর ঘাটে। এরপর আজগর সাপকে বস্তায় পুরে নিয়ে যাওয়া তৃষ্ণা বনদপ্তরে। বনদপ্তরের কর্মী বিলোনিয়ার বিট অফিসার অজিত সরকারের কাছ থেকে জানা যায় উদ্ধার হওয়া অজগর সাপটি তিন থেকে চার ফুট হবে লম্বায়। পাঁচ কেজি ওজনের হবে বলে জানা যায়। উদ্ধার হওয়া অজগর সাপটি ছেড়ে দেওয়া হবে।মাছ ধরতে গিয়ে অজগর সাপ জালে উঠার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

রাজ্যে কৃত্রিম

● আটের পাতার পর

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদ থেকে ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। রাজ্যে একটি উন্নতমানের শূকর কসাইখানা এবং শূকর মাংস প্রক্রিয়াকরণের কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদ থেকে ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। মন্ত্রী জানান, নাবার্ডের মাধ্যমে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার মাধ্যমে ১৩টি প্রাণী চিকিৎসালয়, ৫টি পশু চিকিৎসা হাসপাতাল, ১৭টি প্রাথমিক প্রাণী চিকিৎসালয় নতুন করে নির্মাণ করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তাছাড়াও নাবার্ডের মাধ্যমে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে ভেটেরিনারি কলেজের বহুতল ভবনের নির্মাণের জন্য ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা এবং অমরপুরের থাকছড়ায় নতুন শূকর পালন খামার নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য চলতি অর্থবছরে ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর গ্রামীণ এলাকার গরিব অংশের মানুষ বিশেষ করে কৃষক পরিবারের আর্থিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়ণ করা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার এবং অধিকর্তা কে শশীকুমার।

সাত দফা

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রাপকদের প্রতিমাসে ২০০০ টাকা প্রদান, স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করার দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে ভারত সরদার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে আশারামবাড়ি ব্লক কমিটির অন্তর্গত ২৩টি ভিলেজ এলাকার জনগণ একত্রিত হয়ে রেলি করে ডেপুটেশন প্রদানের লক্ষ্যে বিডিও অফিসের দিকে এগিয়ে যান। সেখান থেকে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল তুলাশিকর ব্লকের বিডিও নবকুমার জমাতিয়ার নিকট সাত দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এদিন ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন আশারামবাড়ি হালাহালি কেন্দ্রের এমডিসি অনন্ত দেববর্মা, আশারামবাড়ি হালাহালি কেন্দ্রের তিপ্রামথা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রসমিক দেববর্মা, তিপ্রামথা স্পোক পারসন এন্থনি দেববর্মা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

আত্মীয়-পরিজনরা জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন। আহত অরুণ দেববর্মার ভাই জানান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তিনি আরো জানান ঘটনা সংগঠিত করার পর ভাতৃবধূ সৌমিকা দেববর্মা ফোনে নাকি বিষয়টি তার জাকেও জানিয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

অঙ্গন

দিল্লির হয়ে সবথেকে বেশি রান করার রেকর্ড গড়লেন পন্ত

দুবাই, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আইপিএলে অনবদ্য এক ব্যক্তিগত নজির গড়েন ঋষভ পন্ত। দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীতে পরিণত হন পন্ত। তিনি ভেঙে দেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগের রেকর্ড। কেআরের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে ৩৯ রান করে তিনি সাকুল্যে ২৩৯০ রান সংগ্রহ করে পিছনে ফেলেন সেহওয়াগকে(২৩৮২ রান)।

সেহওয়াগকে টপকাতে পন্তের দরকার ছিল ৩২ রান। ইনিংসের ১৯তম ওভারে বেঙ্কটেশ আইয়ারের প্রথম বলে বাউন্ডারি মেরে লক্ষ্যে পৌঁছে যান ঋষভ। শেষমেশ কেকেআরের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে ৩৯ রান করে রান-আউট হন তিনি। ধৈর্য্যশীল ইনিংসে পন্ত ৩টি চার মারেন। এই ম্যাচের পর দিল্লির জার্সিতে পন্তের ব্যক্তিগত সংগ্রহ দাঁড়ায় সাকুল্যে ২৩৯০ রান। ২০১৬ থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ৭৯টি ম্যাচের সবক"টি ইনিংসেই ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছেন।

২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দিল্লির হয়ে ৮৬টি ম্যাচে মাঠে নামেন সেহওয়াগ। দিল্লির জার্সিতে তিনি ৮৫টি ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২৩৮২ রান সংগ্রহ করেন। কলকাতার বিরুদ্ধে ৩৯ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলার পথে পন্ত পিছনে ফেলে দেন বীরুকে।

সেহওয়াগ দিল্লির হয়ে ১টি সেঞ্চুরি ও ১৭টি হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন। চার মেরেছেন ২৯২টি। ছক্কা হাঁকিয়েছেন ৮৯টি। অন্যদিকে, পন্ত এখনও পর্যন্ত দিল্লির জার্সিতে ১টি সেঞ্চুরি ও ১৪টি হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন। চার মেরেছেন ২১৬টি। ছক্কা হাঁকিয়েছেন ১০৯টি। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ক্রিকেটারদের ভোটে ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা রুট

বছরজুড়ে অসাধারণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পেলেন জো রুট। ইংল্যান্ডের প্রফেশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (পিসিএ) বর্ষসেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক। সাদা পোশাকে বছরটা দুর্দান্ত কেটেছে রুটের। ৩০ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান এই বছরে এখনও পর্যন্ত টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন ছয়টি। দেশের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে সেঞ্চুরি করেছেন টানা তিন টেস্টে। সব মিলিয়ে এই বছর ১২ টেস্টে ৬৬.১৩ গড়ে তার রান ১৪৫৫। চলতি ইংলিশ গ্রীষ্মে ৬ টেস্টে ৬৬.১০ গড়ে তার রান ৬৬১। যা তাকে এনে দিয়েছে এই গ্রীষ্মের সেরা টেস্ট খেলোয়াড়ের পুরস্কারও। ক্রিকেটারদের ভোটে বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়ে দারুণ গর্বিত সময়ের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন রুট। ''পিসিএ পুরুষ বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়ে আমি খুবই গর্বিত। নিজের সহকর্মীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া অনেক বড় ব্যাপার। তাদের সঙ্গে খেলেই অনেকটা সময় কেটে যায় এবং তাদের ভোট পাওয়া সত্যিই খুব সম্মানের। আমার বেড়ে ওঠার সময়ের নায়কদের অনেকেই এই ট্রফি জিতেছেন। তাদের পাশে থাকতে পেরে তাই আমি উচ্ছ্বসিত।" "আমি খুব ভালো ছন্দে ছিলাম এবং খুব ভালোভাবে জানা ছিল, এই বছর কীভাবে রান করতে চাই। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কিছু ম্যাচ ছিল, যা ছিল খুবই উপভোগ্য। বিশ্বের সেরা দলগুলোর বিপক্ষে রান করেছি, তাই এটা আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, এমনকি একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও।" নারী ক্রিকেটে বর্ষসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইভ জোন্স। এই বছর তিন সংস্করণে ক্রিকেটে সেন্ট্রাল স্পার্কস ও বার্মিংহাম ফিনিক্সের সেরা পারফরমাদের একজন তিনি। যেখানে সব মিলিয়ে তিনি করেন ৮০০-এর বেশি রান।

কোপা ইউরোআমেরিকায় মুখোমুখি আর্জেন্টিনা-ইতালি

নিজেদের ফুটবলের সম্পর্ক আরও প্রসারিত করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকা। দুই মহাদেশের দুই চ্যাম্পিয়ন দল মুখোমুখি হবে এক ম্যাচের লড়াই- কোপা ইউরোআমেরিকায়। আর্জেন্টিনা ও ইতালির এই লড়াইয়ের ভেন্যু অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি। দুই মহাদেশের ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা উয়েফা ও কনমেবল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানায়, আগামী জুনে মুখোমুখি হবে সবশেষ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ও কোপা আমেরিকার দুই চ্যাম্পিয়ন। গত ১০ জুলাই কোপা আমেরিকার ফাইনালে ব্রাজিলের ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের হারিয়ে ২৮ বছরের শিরোপা খরা কাটায় আর্জেন্টিনা। পর দিন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের হারিয়ে ইউরোর শিরোপা জেতে ইতালি। দুই বছর পরপর ফিফার বিশ্বকাপ আয়োজনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ফুটবলে নিয়ন্তা সংস্থা- উয়েফা ও লাতিন আমেরিকার ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা- কনমেবলের শক্ত অবস্থান নেওয়ার পরই এলো এই ম্যাচ আয়োজনের ঘোষণা। নিজেদের ফুটবলের সম্পর্ক আরও প্রসারিত করার যে উদ্যোগ নিয়েছে দুই মহাদেশীয় সংস্থা, তারই অংশ আর্জেন্টিনা ও ইতালির ম্যাচ, বিবৃতিতে বলেছে উয়েফা। এছাড়াও তাদের পরিকল্পনায় আছে মেয়েদের ফুটবল, ফুটসাল, যুব ফুটবল। তবে বিবৃতিতে কোথাও ফিফার নাম উল্লেখ করা হয়নি, যারা ভিন্ন মহাদেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন করে থাকে। এই মাসের শুরুর দিকে উয়েফা সভাপতি আলেকসান্দের চেফেরিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ফিফা দুই বছর পরপর বিশ্বকাপ আয়োজন করলে ইউরোপের দলগুলো সেখানে অংশ নেবে না।

চলে গেলেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার হান্ট

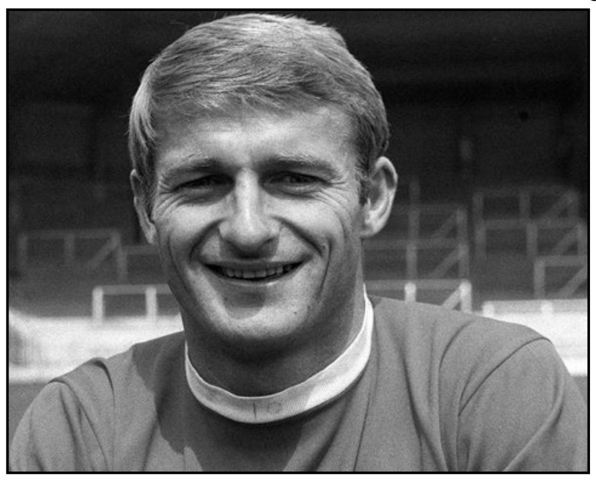

জিমি গ্রিভসের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন ইংল্যান্ডের ১৯৬৬ বিশ্বকাপজয়ী দলের আরেক সদস্য রজার হান্ট। দীর্ঘদিন অসুস্থতায় ভুগে সোমবার রাতে নিজ বাড়িতে মারা যান লিভারপুলের কিংবদন্তি এই স্ট্রাইকার। প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে হান্টের মৃত্যুর খবর জানায়। তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। লিভারপুলের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হান্ট ক্লাবটির সমর্থকদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'স্যার রজার' নামে। অ্যানফিল্ডের দলটির হয়ে প্রায় এক যুগের সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ারে ৪৯২ ম্যাচ খেলে তিনি করেন ২৮৫ গোল। ২০ বছর বয়সে ১৯৫৯ সালে অ্যামেচার ক্লাব স্টকটন হিথ থেকে লিভারপুলে যোগ দেন হান্ট। পরের বছর অ্যানফিল্ডে স্কানথর্পের বিপক্ষে অভিষেক রাঙান গোল করে। তার দল ম্যাচটি জেতে ২-০ গোলে। রজার হান্ট। ছবি: লিভারপুলরজার হান্ট। ছবি: লিভারপুল১৯৯২ সালে ইয়ান রাশ তাকে ছাড়ানোর আগ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন ক্লাবটির ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তবে লিগে লিভারপুলের হয়ে হান্টের ২৪৪ গোলের চেয়ে বেশি করতে পারেননি আর কেউ। ১৯৬২ সালে ইংল্যান্ডের হয়ে যখন আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয় হান্টের, লিভারপুল তখন ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় বিভাগে। জাতীয় দলের হয়ে ৩৪ ম্যাচে তিনি গোল করেন ১৮টি। ১৯৬৬ বিশ্বকাপ জয়ের পথে তিনি খেলেন দলের প্রতিটা ম্যাচে। গোল করেন তিনটি। তার সঙ্গে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোতে খেলেছিলেন কিছুদিন আগে ৮১ বছর বয়সে মারা যাওয়া গ্রিভস। এরপর গ্রিভস চোট পান। কিংবদন্তি কোচ বিল শ্যাঙ্কলির কোচিংয়ে ১৯৬২ সালে ৪১ ম্যাচে ৪১ গোল করে লিভারপুলকে দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন করে প্রথম বিভাগে তুলতে হান্টের ছিল বড় অবদান। এরপর দলটির হয়ে ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে প্রথম বিভাগের শিরোপা জেতেন তিনি। মাঝে ১৯৬৫ সালে জেতেন এফএ কাপ। হান্টের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ জানান, সামনের দিনগুলিতে এই কিংবদন্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন তারা।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে উঠে এলেন ঝুলন

দুবাই, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আইসিসি-র ক্রমতালিকায় একদিনের ক্রিকেটে বোলারদের মধ্যে একেবারে দুইয়ে উঠে এলেন ঝুলন গোস্বামী। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত ২-১ একদিনের সিরিজ হারলেও, ঝুলনের পারফরম্যান্স ছিল নজর কাড়া। ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। শেষ ম্যাচে ঝুলন ৩৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। অস্ট্রেলিয়ার টানা ২৬ ম্যাচে জয়ের ধারা ভেঙে দিতে ভারতকে সাহায্য করেন।

এ দিকে বেথ মুনিও দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছেন ভারতের বিরুদ্ধে। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে একটি শতরান এবং একটি অর্ধশতরান রয়েছে মুনির। তিনটি একদিনের ম্যাচে মোট ১৭৭ রান করেছেন তিনি। স্ট্রাইকরেট ৮৯.৮৪। তিনি আইসিসি-র ক্রমতালিকায় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রথম দশে জায়গা করে নেন। একেবারে লাফ দিয়ে আট নম্বরে উঠে এসেছেন মুনি।

অ্যালিসা হিলি আবার ব্যাটসম্যানদের তালিকায় দুইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। ভারতের বিরুদ্ধে ৭৭ এবং ৩৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। যার সুবাদেই দুই নম্বর জায়গা পাকা হয়েছে তাঁর। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ভারতের স্মৃতি মান্ধানা আবার ছয়ে নেমে গিয়েছেন। মিতালি রাজ তিনে রয়েছেন।

বোলারদের ক্রমতালিকায় ঝুলন ছাড়া ভারতের আর কেউ প্রথম দশে নেই। অলরাউন্ডারদের তালিকায় দীপ্তি শর্মা পাঁচে রয়েছেন। আর ঝুলন গোস্বামী দশে জায়গা করে নিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গুরুতর অসুস্থ পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক, ভর্তি হাসপাতালে

ইসলামাবাদ, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের ভর্তি পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক। ইতিমধ্যে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে তাঁকে। সেখানেই ইনজামামের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিও করা হয়েছে।৫১ বছরের ইনজামাম আপাতত স্থিতিশীল আছেন বলেই হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। আপাতত কয়েক দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে তিনি হাসপাতালেই থাকবেন।

ইনজামামের ম্যানেজার জানান, গত তিন দিন ধরেই প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা পাকিস্তানের নির্বাচক বুকে হালকা ব্যথা অনুভব করছিলেন। এমনকী তাঁর বেশ কতকগুলি টেস্টও করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা জানান, তাতে চিন্তার কিছু নেই। গত কয়েকদিন ইনজামাম বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎ বুকের ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানা যায়, তাঁর হার্টে একটি 'ব্লক' রয়েছে। এর পরেই চিকিৎসকেরা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের সফলতম ক্রিকেট অধিনায়কদের মধ্যে ইনজামাম অন্যতম। ২০০৭ সালে ইনজামাম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। তার পর তিনি পাকিস্তান দলের ব্যাটিং পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হন। বেশ কিছু দিন আফগানিস্তানের প্রধান কোচও ছিলেন। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ক্রিকেটপ্রেমীরা, প্রত্যেকেই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দিল্লিকে হারিয়ে দিল কলকাতা প্লে-অফের দৌড়ে কেকেআর

শারজাহ, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স): দিল্লিকে হারানোর ভীষণ প্রয়োজন ছিল, প্লে-অফের লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য, আর তাই করে দেখাল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তিন উইকেটে দিল্লিকে হারাল কেকেআর। টসে জিতে ঋষভদের ব্যাট করতে পাঠান অইন মর্গ্যান। শিখর ধবন ও স্টিভ স্মিথ শুরুটা ভাল করলেও স্পিনাররা আসতেই রানের গতি কমতে থাকে। লকি ফার্গুসনের বলে ২০ বলে ২৪ রান করে আউট হন ধবন। সুনীল নারিনের বলে বোল্ড হন শ্রেয়স আইয়ার।

ব্যর্থ হন শিমরন হেটমায়ার (৪), ললিত যাদব (০), অক্ষর পটেল (০), রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৯)। ঋশভ পন্থ আউট হন ৩৯ রান করে। স্মিথও করেন ৩৯ রান। নয় উইকেট হারিয়ে ১২৭ রানে শেষ হয় দিল্লির ইনিংস। দু'ওভার বল করে ১০ রান দিয়ে দুটি উইকেট নেন ফার্গুসন, চার ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে দুই উইকেট পান সুনীল নারাইন ও ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে দু'টি উইকেট পান বেঙ্কটেশ আয়ার। টিম সাউদি পান একটি উইকেট। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

BRIEF NOTE SHORT TENDER NOTICE

Sealed tender on plain paper (as per format) has been invited from bonafide Indian Citizen having ITC, PTC, GST related document and registration certificate (as per terms and condition) for supply of the following specified in connection with High Tech Nursery under Manu Forest Sub-Division.

Sl.No.	Name of Work	Monthly detention charge in Rs.(In figures and words both)	Rate per K.M in Rs.(In figures and words both)
1	Hiring of 1(one) no. Mahindra Bolero vehicle for High-Tech Nursery purpose.		

The tender will be received up to 3:00 PM of 30th September, 2021 vide No.F.4- 3(A)/Tender/ Store/MFSD-16-17/ 7090-24, dated 16/09/2021 of SDFO, Manu.

Detail terms and conditions may be seen in the office of the undersigned on any working days between 10:00 AM to 4:30 PM and also follow departmental website **www.forest.tripura.gov.in**

[Abhijit De, TES]
Sub-Divisional Forest Officer
Manu Forest Sub-Division, LTV

ICA-C-2288/2021-22

AUCTION NOTICE

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites Press Notice Inviting Auction no. 02/EE/AGRI/N/2021-22 for the following works

Si.No	Name of Works	DNIA No.	Reserve Value
01.	Demolishing of existing 3(three) No. sale hall at Gandacherra Agri regulated Market, Gandacherra, Dhalai District during 2021-22(without land).	04/EE/AGRI/N/2021-22	Rs.40,147.00
02.	Demolishing of existing 5(five) No. buildings at Kadamtala S.A office complex, North Tripura Diustrict (without land).	05/EE/AGRI/N/2021-22	Rs.1,36,936.00

Last date of receiving of Auction on 11-10-2021 up-to 3.00 PM and will be opened on 11-10-2021 at 3.30 PM (if possible).

For more details, please contact office of the undersigned.

EXECUTIVE ENGINEER
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
DHARMANAGAR,NORTH TRIPURA.

ICA-C-2276/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মঙ্গলবার আগরতলায় প্রয়াত গৌতম দাশের স্মরণ সভায় বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সংবাদ আরও বেশি করে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের ঐতিহ্যময় প্রাচীন সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। রাজ্যের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার প্রসারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এক পর্যালোচনাসভায় একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। পর্যালোচনাসভায় তিনি বলেন, আন্তঃরাজ্য ও বাংলাদেশের সাথে রাজ্যের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, এতে রাজ্যের সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হবে। তাছাড়াও রাজ্যের জেলা ও মহকুমাস্তরেও বর্ষপঞ্জির সাংস্কৃতিক কর্মসূচির বাইরেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নিতে হবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে। এতে রাজ্যে সম্প্রীতির বন্ধন যেমন সুদৃঢ় হবে তেমনি একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠবে। যাতে সমৃদ্ধ হবে সমাজ। পর্যালোচনাসভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী রাজ্যে আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উৎসব ও বৃহৎ আকারে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজ্যে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্প সংস্কৃতির চর্চার সুযোগ ও পরিধি বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে দপ্তরকে। রাজ্যের লোকরঞ্জন শাখাগুলির পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

পর্যালোচনাসভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, জনকল্যাণে যুক্ত দপ্তরগুলির সাথে নিবিড় সংযোগ তৈরি করে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সংবাদ আরও বেশি করে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর হচ্ছে রাজ্য সরকারের চোখ ও কান। সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে দপ্তরের। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সংবাদ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য দপ্তরকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ভাবনা আনতে হবে। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী দপ্তরের তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক ও সরকারি সাংবাদিকদের জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। রাজ্যে জনকল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তার সংবাদ প্রচার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে দপ্তরের জেলা এবং মহকুমাস্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিদের। সাপ্তাহিক রূপরেখা তৈরির মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করতে হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, পর্যাপ্ত চর্চার মাধ্যমে নিজেদের লিখন শৈলীকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কি করে সংবাদ পরিবেশনে দক্ষতা বাড়ানো যায় সেজন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে দপ্তরকে। গতানুগতিকতার উর্ধে উঠে উদ্ভাবনী ভাবনায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দিক নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে দপ্তরের সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের পাশাপাশি জেলা ও মহকুমাস্তরেও সামাজিক মাধ্যমে প্রতিদিনের সরকারি কর্মসূচি ও উন্নয়ন সংবাদ প্রচারে আনতে হবে। যাতে করে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে সরকারি এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে অল্প সময়ে সব অংশের মানুষ অবগত হতে পারেন। পর্যালোচনাসভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট দেওয়ার কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়াও দপ্তরের এ ধরনের পর্যালোচনা সভায় পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে করা হবে।

পর্যালোচনা বৈঠকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল বলেন, জেলাভিত্তিক সংবাদ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিকাশে দপ্তরের জেলা আধিকারিকদের আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়াও জেলার সমস্ত সরকারি কর্মসূচি প্রচারের আওতায় এসেছে কিনা তার উপর নজরদারি রাখতে হবে দপ্তরের জেলা আধিকারিকদের। সংবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আরও বেশি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

পর্যালোচনা সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেনটেশনের মাধ্যমে দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকান্ড ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি তুলে ধরেন। সভায় অধিকর্তা রাজ্যের শিল্পীদের সরকারি তালিকাভুক্তকরণ সহ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, দপ্তর থেকে ককবরক ও ইংরেজি ভাষায় প্রেস রিলিজ করা হচ্ছে। তাছাড়াও সরকারের উন্নয়নমূলক দিক নিয়ে ফিচার প্রকাশ করা হচ্ছে। পর্যালোচনাসভায় দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের আধিকারিকগণ এবং জেলা ও মহকুমাস্তরের আধিকারিক ও সরকারি সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উরি সেক্টরে আটক পাকিস্তানি জঙ্গি নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে নিহত আরও এক

শ্রীনগর, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কাশ্মীরের উরি সেক্টর থেকে আটক করা হল এক পাকিস্তানি জঙ্গিকে। অন্যদিকে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে খতম হয়েছে আরও এক অনুপ্রবেশকারী জঙ্গি। ঘটনায় জখম হয়েছেন ৪ জন জওয়ান। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ রেখায় বেশ কিছু অনুপ্রবেশকারীর গতিবিধি নজরে পড়ে সেনার। এই জঙ্গিদের গতিবিধির উপর ক্রমাগত কড়া নজর রেখে চলেছিল গোয়েন্দাদের একটি দল। গত সপ্তাহে বারামুল্লার উরিতে অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি তল্লাশি অভিযান চালু করে। যদিও পরে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরই মাঝে গতরাতে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে। সেনার উপর গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনা।

ঘটনায় মারা গিয়েছে একজন অনুপ্রবেশকারী। জঙ্গিদের গুলিতে জখম হয়েছেন চার জওয়ান। অন্যদিকে, আরেক পাকিস্তানি জঙ্গিকে জীবিত গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার প্রেক্ষিতে কাশ্মীর জোন পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, উরির গোহালান সেক্টর থেকে ওই মৃত অনুপ্রবেশকারীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সঙ্গে মিলেছে একে-৪৭ রাইফেল এবং ৪টি ম্যাগাজিন। ওই পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী মৃত অনুপ্রবেশকারীর দেহ উরি থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, উরি সেক্টরে বিগত কয়েকদিন ধরেই একাধিক পাক জঙ্গির অনুপ্রবেশ রদ করেছে নিরাপত্তারক্ষীরা। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে উরিতে।

বিশ্রামগঞ্জ গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে মেগা ঋণ প্রদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ প্রান্তিক ভবনে বিশ্রামগঞ্জ গ্রামীণ ব্যাংকের এক মেগা ঋণ প্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মেগা ঋণপ্রদান শিবিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী। মেগা ঋণ প্রদান শিবিরে ১০০ জনকে ঋণ প্রদান করা হয় এক কোটি টাকা। বিশ্রামগঞ্জ প্রান্তিক ভবনে ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী ছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের উত্তম কুমার সাহা, সিপাহীজলা জেলা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রিজিওনাল ম্যানেজার রবীন্দ্র দেববর্মা, বিশ্রামগঞ্জ গ্রামীণ ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নীরাজ রাজপুত। বিশ্রামগঞ্জ প্রান্তিক ভবনে স্ব সহায়ক দল সহ মোট ১০০ জনের হাতে ঋণ প্রদানের সার্টিফিকেট তুলে দেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী সহ অতিথিরা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্ব সহায়ক দলের মহিলা সহ বেনিফিসারীরা উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মনোমোহন গোস্বামী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ত্রিপুরাতে এমন কোন বাড়ি বাদ নেই গ্রামীণ ব্যাংকের কোন বই নেই। ভারতবর্ষে এটা আন্দোলন সৃষ্টি করেছে সহায়ক দলের মহিলারা ভারতবর্ষের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে ২২ হাজারেরও বেশি, স্ব সহায়ক দল রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের। ভারতবর্ষে আন্দোলনে সফল হল গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের লোন দেওয়া হয়ে থাকে তবে লোন নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। লোন নিয়ে লোন ফেরত দিতে হয় আর সেই লোন ফেরত দিতে পারলেই গ্রামীণ ব্যাংকের দরজা সব সময় খোলা থাকে।মঙ্গলবার এই ঋণ প্রদান শিবিরে এসএসসি, জেএলজি, এম এস এম ই, কেসিসি বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের বিশ্রামগঞ্জ শাখার উদ্যোগে ঋণ দেওয়া হয়।

পরিবহন দপ্তর এর উদ্যোগে পারমিট বিতরণ ও সড়ক সুরক্ষা নিয়ে বিশ্রামগঞ্জে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলা পরিবহণ দফতরের উদ্যোগে জেলা পরিবহন দপ্তরের অফিসে সড়ক সুরক্ষা বিষয়ে এক দিবসীয় সেমিনার এবং পারমিট বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয় দাশ দত্ত এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিবহন দপ্তরের আধিকারিক হৈমন্তী রায় বর্মন, প্রোবার্টি স্ট্যান্ডিং কমিটির রতন দাস, সিপাহীজলা জেলা স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিবহন দপ্তরে এম বি আই দিবাকর দাস। আলোচনা করতে গিয়ে এমবি আই দিবাকর দাস বলেন সারা রাজ্যে রাজস্ব আদায়ের জন্য ২০২১/২২ অর্থবছরে, রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে ১০২কোটি টাকা, অন্যদিকে সিপাহীজলা জেলার রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে ১০কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে ৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়ে গেছে সিপাহীজলা জেলা থেকে। অনুষ্ঠানের সিপাহীজলা জেলার ৪৬ জনের হাতে পারমিট তুলে দিয়ে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তায় চলাচল না করার জন্য। তিনি আবেদন রাখেন রাস্তা চলাচলের সময় সতর্ক থাকার জন্য। বলেন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় যুবকদের লক্ষ্য করা যায় মোবাইল ব্যাবহার করতে। কিন্তু বাইক গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার না করা হলেও ভালো। দুর্ঘটনা কম হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের কে যানবাহন চালাতে না দেওয়ার জন্য আবেদন রাখেন। পরিবহন দপ্তর এমন ব্যবস্থা করছেন যাতে ঘরে বসে কাজ করে ফেলতে পারেন। তিনি দপ্তরে পরিষেবা কে ধন্যবাদ জানান। আমাদের উদ্দেশ্য হল দুর্ঘটনাকে কমানো প্রায়ই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে অনেকের। জীবন নিয়ে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।একটি গাড়িতে অনেকগুলো জীবন আছে সেই লক্ষ্য রেখেই চালক ভাইদের কে গাড়ি চালাতে আহ্বান করেন।

এবার ইজরায়েল থেকে আসছে হানাদার হেরন ড্রোনের নয়া সংস্করণ

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হেরন ড্রোনের নয়া সংস্করণ কিনতে চলেছে ভারত। এর জন্য ইতিমধ্যেই ইজরায়েলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ইজরায়েলের থেকে চারটি 'হেরন টিপি' ড্রোন কিনবে ভারত।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতীয় স্থলসেনা, বায়ুসেনা এবং নৌসেনার জন্য কেনা হবে মাঝারি উচ্চতার ওড়ার উপযোগী 'হেরন টিপি'। আধুনিক উপগ্রহ-যোগাযোগ এবং সেন্সর যুক্ত এই চালকহীন বিমানে 'আকাশ থেকে ভূমি'তে ছোড়ার উপযোগী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। বসানো যাবে লেজার-নিয়ন্ত্রিত নিশানা করার সরঞ্জামও। এই ড্রোনের সাহায্যে ভবিষ্যতে বিনা ঝুঁকিতে পড়শি দেশের জঙ্গি শিবিরে বালাকোটের মতো অভিযান চালাতে পারবে ভারত।

ইজরায়েলের তৈরি হেরন ড্রোন ভারতে নতুন নয়। হেরন-১ গোত্রের ড্রোন ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে অনেক দিন ধরেই রয়েছে। কিন্তু এই ড্রোনের আরও আধুনিক এবং উন্নত সংস্করণ তৈরি করেছে ইজরায়েল। নতুন সংস্করণের নাম 'হেরন টিপি' এবং 'হেরন টিপি এক্সপি'। অন্যদিকে, 'হেরন টিপি এক্সপি' প্রায় ৪৫ হাজার ফুট উঁচুতে উড়ে ভূপৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ এলাকার ছবি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে। টানা ৩০ ঘন্টা উড়তে পারে এই ড্রোন।

রিপস্যাট-এর নিয়মিত ফ্যাকাল্টিদেরও সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে বেতনক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। উৎসবের মুহূর্তে রিপস্যাট-এর নিয়মিত ফ্যাকাল্টিদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে ত্রিপুরা সরকার। এআইসিটিই-র প্রস্তাব মেনে তাঁদের সপ্তম বেতন কমিশন সুপারিশ অনুযায়ী বেতনক্রম নির্ধারিত হবে। আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে।

এ-বিষয়ে আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, স্বাস্থ্য দফতরের অধীনে ত্রিপুরায় রিপস্যাট কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। কলেজে নিয়মিত ফ্যাকাল্টিদের এতদিন সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে বেতনক্রম দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি এআইসিটিই এই ফ্যাকাল্টিদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকরে সুপারিশ করেছে। তাই আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা রিপস্যাটের নিয়মিত ফ্যাকাল্টিদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকরের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের বেতন বহন করবে।

এতে নিশ্চিতভাবে উৎসবের মুহূর্তে ফ্যাকাল্টিদের জন্য খুশির খবর এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে বেতনক্রম কার্যকরের দাবি ছিল। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে।

আন্তর্জাতিক বিমানে স্থগিতের মেয়াদ ফের বাড়ল, বিধিনিষেধ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অক্টোবর মাসেও বন্ধ থাকবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল। বিশেষ অনুমোদন প্রাপ্ত বিমানগুলি ছাড়া আর কোনও বিমান ভারত থেকে বিদেশে পাড়ি দেবে না বা অন্য দেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না। মঙ্গলবার একটি নির্দেশিকায় এমনটাই জানিয়েছে ভারতের অসামরিক বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ডিজিসিএ)।

দেশে করোনা-মহামারী পরিস্থিতির শুরুর দিকে ভিসা এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ টেনে একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল ডিজিসিএ। গত বছর ২৬ জুন জারি করা সেই নিয়মেই সামান্য হেরফের ঘটিয়ে মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, মঙ্গলবার জানানো হল, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। তবে এই নির্দেশে আগের মতোই মালবাহী বিমানের যাতায়াতে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে কৃত্রিম গো-প্রজননে গাভীর সংখ্যা বাড়ছে ঃ প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প রূপায়ণে সাফল্য আসছে। কৃত্রিম গো-প্রজননে গাভীর সংখ্যা বাড়ছে। এই প্রকল্পে রাজ্যে চলতি অর্থবছরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডোজ হিমায়িত বীর্যের মাধ্যমে কৃত্রিম গো-প্রজননের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আগস্ট মাস পর্যন্ত ৩০,৫৯৭টি কৃত্রিম গো-প্রজনন করানো হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান দাস এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্যগুলি তুলে ধরেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী। তিনি বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যকে দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে সেক্স সর্টেড সিমেন পদ্ধতির মাধ্যমে স্ত্রী বাছুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই অন্যতম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প রূপায়ণে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে এই প্রকল্পে ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ এই তিন অর্থবছরে মোট ৩ লক্ষ ২২ হাজার ডোজ হিমায়িত বীর্যের মাধ্যমে কৃত্রিম গো-প্রজনন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১৬৩টি বাছুরের জন্ম হয়েছে। এরমধ্যে ১৫৮টি স্ত্রী বাছুর হয়েছে, সাফল্যের হার প্রায় ৯৭ শতাংশ।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী জানান, রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার জনগণকে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে ৩০ হাজার ৬০টি পরিবারকে মোরগ পালনে, ৫,৮০০টি পরিবারকে শূকর পালনে এবং ২৯০০টি পরিবারকে ছাগল পালনে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আগস্ট মাস পর্যন্ত ২,৭৯৮টি পরিবারকে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী জানান, ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন প্রকল্পে ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পে ৫৮০টি পরিবারকে শূকর ও ৫৮০টি পরিবারকে ছাগল পালনে সহায়তা দেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বনাধিকার আইনে পাট্টা প্রাপক ১,৫০০টি পরিবারকে উন্নত প্রজাতির শূকর পালনে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এজন্য ব্যয় হবে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই ৩৪৫টি পরিবারকে উন্নত প্রজাতির শূকর দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে সিপাহীজলা জেলার আমতলিতে একটি নতুন শূকর পালন খামার গড়ে তোলা হবে। এজন্য ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। তাছাড়াও বর্তমান অর্থবছরে ঊনকোটি জেলায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন হাঁস পালন খামার গড়ে তোলা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে রাজ্যে ১টি তরল নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট এবং ১টি কৃত্রিম গো-প্রজনন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ১৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় মেলাঘরের রুদ্রিজলার আশেপাশের একহাজার পরিবারকে হাঁস পালনে সহায়তা করা হয়েছে। এজন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সহায়তা প্রাপক বেশিরভাগ পরিবার বর্তমানে মাসিক ৭ হাজার টাকা রোজগার করছেন বলে মন্ত্রী জানান। তিনি আরও জানান, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সন্ত্রাসবাদী পথ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা ৯৫০ জনকে প্রাণী পালনে সহায়তা দেওয়ার কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় গোকূল মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে কৃত্রিম গো-প্রজননের কাজ ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়া চলছে। এজন্য ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। গান্ধীগ্রামস্থিত রাজ্যিক মোরগ পালন খামারের আধুনিকীকরণের জন্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের স্বর্ণ সম্ভার ১-১১ অক্টোবর

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। শ্যামসন্দুর কোং জুয়েলার্স আগামী ১ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত আয়োজন করেছে ১৯তম শারদীয় 'স্বর্ণ সম্ভার ২০২১। বছরের সেরা চমক পনেরো শতকের 'চক্রকমা' দেবী দুর্গার এক জনজাতি প্রতিমূর্তি যা ত্রিপুরার দেবতামুড়ায় পাহাড়ের খাঁড়া পাথরের উপর খোদাই করা আছে এবং বিগত যুগের অসাধারণ এই কুড়ি ফুটের ভাস্কর্যই 'শক্তিরূপিণী কালেকশন' এর মূল আধার। হাতে তৈরি এই 'শক্তিরূপিনী' গয়নার কালেকশনের মূল ভাবনায় আছে মা দুর্গার শক্তি যা সোনায় প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশেষ কালেকশনের মধ্যে রয়েছে অনন্য হাতে তৈরি ডিজাইনের সোনা, হীরের গয়না। ঐতিহ্যের পাশাপাশি ট্রেন্ডি ব্রাইজাল জুয়েলারিও। রয়েছে সাশ্রয় যোগ্য মূল্যের হীরের গয়না, রত্ন এবং মূল্যবান পাথরের চমকপ্রদ সংগ্রহ। সঙ্গে থাকছে গ্রাহকদের জন্য, অনেক আকর্ষণীয় অফার। সোনার মুদ্রা থাকছে প্রতি ১৫ গ্রাম ওজনের উপরে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। নিশ্চিত উপহার থাকছে ১৫ গ্রাম ওজনের নীচে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। সোনার গয়নায় মজুরিতে ২০ শতাংশ এবং হীরের গয়নার মজুরিতে ৫০ শতাংশ ছাড় থাকছে। আছে রত্নের এম.আর.পি'র উপর ১০ শতাংশ ছাড়। দৈনিক লাকি ড্র'তে থাকছে ৩টি সোনার মুদ্রা পাওয়ার সুযোগ। আর মেগা ড্র'তে থাকছে পাঁচটি স্কুটি জেতার সুযোগ। শারদীয়া 'স্বর্ণ সম্ভার ২০২১' ত্রিপুরার (আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর ও উদয়পুর) এবং কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) শ্যামসন্দুর কোং জুয়েলার্সের সমস্ত শো-রুমে ১ থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।